পয়গামে নাহদাহ

বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান

ফাতাওয়া ও মাসাইল

দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা

পয়গামে নাহদাহ

বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান

ফাতাওয়া ও মাসাইল

দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর

নাহদাহ সিরিজ- ৩-৪
পয়গামে নাহদাহ
মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর
মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্ত্ব:
মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
আন-নাহদাহ প্রকাশনা বিভাগ

পরিবেশক:
মাকতাবাতুল খিদমাহ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৮৯০৩৮৬৪৮৮

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা:
শামীম আল হুসাইন

প্রকাশকাল:
নভেম্বর ২০২২ ইংরেজী, রবিউস সানী ১৪৪৪ হিজরী

মূল্য: ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

PAIGAME NAHDAH
By: MARKAJUN NAHDAH AL-ISLAMIA JASHORE
Price : 140/- Tk Only

ইনতিসাব

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমাদ শফি রহ.

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ আল্লামা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী রহ.

কায়েদে মিল্লাত আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.

যাদের দিক-নির্দেশনা, বিশেষ দু'আ ও পরামর্শে

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর এর সূচনা হয়েছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ মহান ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের কবরকে
জান্নাতুল ফিরদাউসের বাগান হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর পরিচিতি ও অবদান

আদর্শবান জাতি গঠনে মানবতার উন্নতি ও অগ্রগতি, সভ্য ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ওহীভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাই হল সার্বজনীন ও আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা। ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কল্যাণ এতেই নিহিত। মানব রচিত ও পাশ্চাত্যের ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে না। আর এ শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, অনৈতিক অবক্ষয়ের দিকে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নীতিহীন বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এখন বিষাক্তময়। আর এ থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে ওহীভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে কিংবদন্তি মহাপুরুষ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমাদ শফী রহ. এর বিশেষ পরামর্শে, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. এর বিশেষ দু'আ, মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ আল্লামা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী রহ. এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম হাটহাজারী এর মাসলাকে মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী হাফিযাহুল্লাহ **"মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর"** ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।

অবস্থান:

- "মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর" বর্তমানে যশোর ঢাকা রোডস্থ মোল্লাপাড়া মোড়ে অবস্থিত। পরবর্তীতে যশোর নড়াইল রোডে হামিদপুর বাজার সংলগ্নে স্থায়ী অবস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে।

আদর্শ:

- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শভিত্তিক দেওবন্দী মানহাজের দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

- ইলমে দীনের হেফাযত ও দীন প্রচারের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ পদ্ধতিতে আল্লাহর বিধানসমূহকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক তা'লীম-তারবীয়ত দ্বারা হক্কানী আলেম তৈরী করে তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
- আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও ফিকহে হানাফী সংরক্ষণ
- ভ্রান্ত মতবাদ ও সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে ইসলামী সহীহ আকীদা-বিশ্বাস জনসম্মুখে তুলে ধরা।

শিক্ষা ও সেবা প্রকল্প:

ফতওয়া বিভাগ:

- এ বিভাগের মাধ্যমে দাওরায়ে হাদীস চূড়ান্ত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ আলেমদেরকে ফিকহ বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুগ সমস্যার সঠিক সমাধানে যোগ্যতা সম্পন্ন মুফতিরূপে গড়ে তোলা হয়।
- দক্ষ মুফতি সাহেবগণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও বিভিন্ন ধরণের উদ্ভূত জটিল সমস্যার সমাধান লিখিত ও মৌখিকভাবে দিয়ে থাকেন।
- মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সুষ্ঠু বন্টনের রূপরেখা ও দলিলভিত্তিক মূলসম্পত্তি বন্টন করে থাকেন।

দাওয়াহ বিভাগ:

- সাধারণ মানুষকে দীনের দাওয়াত, দীন শেখানো এবং নিজের আমলী যিন্দেগী গড়ার লক্ষ্যে ছাত্ররা ছুটিতে সময় লাগিয়ে থাকে।

আঞ্জুমানে দাওয়াতে ইসলাহ:

- শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমাদ শফী রহ. এর প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে দাওয়াতে ইসলাহ এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেনারেল শিক্ষিত লোকদেরকে দীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে সহীহ সুন্নাহ এর প্রচার প্রসার করা হয়।

আন-নাহদাহ ছাত্র পরিষদ:

- একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানের পরিধি উন্নয়নের লক্ষ্যে সমকালীন অবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সুন্দর সাবলীলভাবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রশিক্ষণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও বিষয়ভিত্তিক ফিকহী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মিডিয়া বিভাগ:

- অনলাইনের মাধ্যমে যুগোপযোগী উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও মৌলিক দীনী শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে বিশেষ বিষয়ভিত্তিক দরস প্রদান করা হয়।

রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ:

- লেখনির মাধ্যমে যুগোপযোগী শরয়ী বিধানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মারকাযের রয়েছে স্বতন্ত্র রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ। এ থেকে বিভিন্ন সময়ে বই রচনা করে অনলাইন ও অফলাইনে প্রচার করা হয়। আমাদের রচনার মধ্যে "কুরআনের আলোকে শরয়ী রুকয়া", "আয়াতুল আহকাম", বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান", "ফাতাওয়া ও মাসায়েল দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুস্থ ও মানবতার সেবা:

- আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণের সহযোগিতায় "আন-নাহদাহ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা হয়। এর মাধ্যমে দুস্থ ও মানবতার সেবা করা হয়।

ফিকহে হানাফীর সনদ

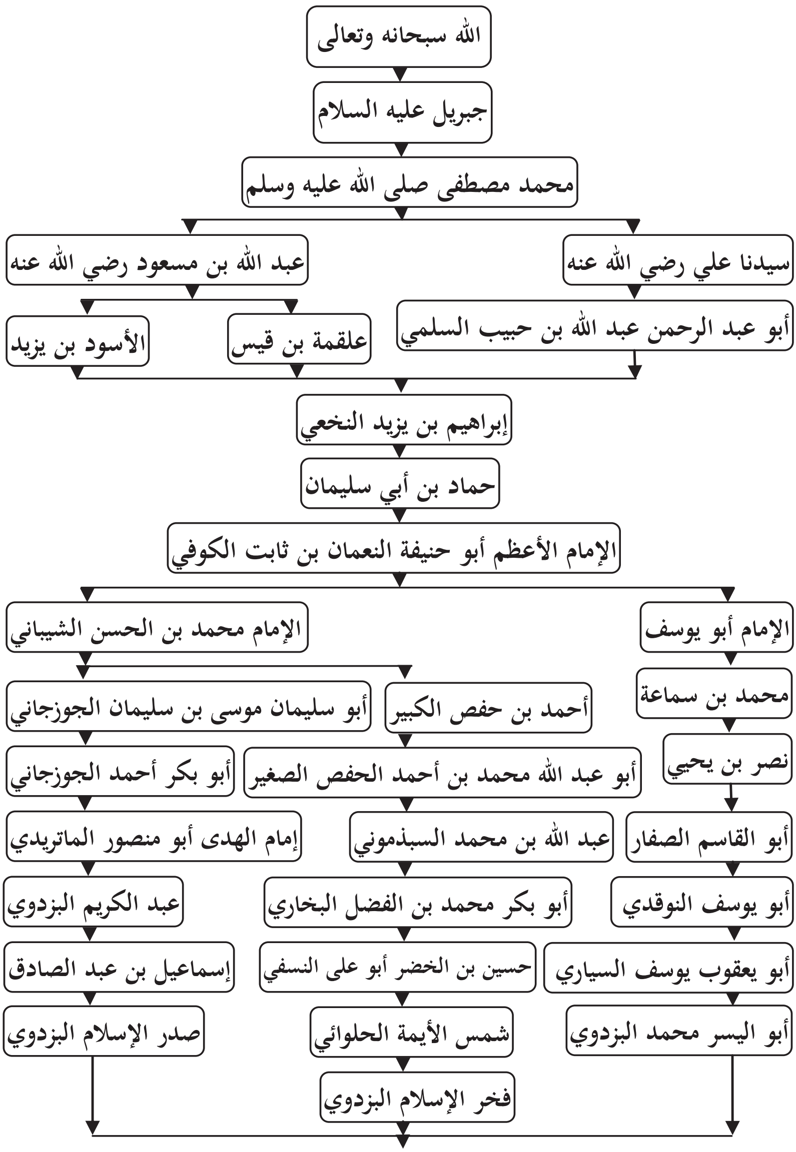
الله سبحانه وتعالى
جبريل عليه السلام
محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم
سيدنا علي رضي الله عنه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي
علقمة بن قيس
الأسود بن يزيد
إبراهيم بن يزيد النخعي
حماد بن أبي سليمان
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
الإمام أبو يوسف
الإمام محمد بن الحسن الشيباني
محمد بن سماعة
أحمد بن حفص الكبير
أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني
نصر بن يحيي
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحفص الصغير
أبو بكر أحمد الجوزجاني
أبو القاسم الصفار
عبد الله بن محمد السبذموني
إمام الهدى أبو منصور الماتريدي
أبو يوسف النوقدي
أبو بكر محمد بن الفضل البخاري
عبد الكريم البزدوي
أبو يعقوب يوسف السياري
حسين بن الخضر أبو على النسفي
إسماعيل بن عبد الصادق
أبو اليسر محمد البزدوي
شمس الأيمة الحلوائي
صدر الإسلام البزدوي
فخر الإسلام البزدوي

↓

مفتي الثقلين نجم الدين أبي حفص عمر النسفي

↓

صاحب الهداية على بن أبي بكر المرغيناني

↓

محمد بن محمد بن نصر البخاري حافظ الدين الكبير

↓

حسام الدين الحسين السغناقي

↓

قوام الدين محمد الكاكي

↓

أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي

↓

السيد السند الشريف الجرجاني

↓

مولانا سعد الدين أسعد الدواني

↓

المحقق جلال الدين الدواني

↓

محمود الشيرازي

↓

حبيب الله الشهير بمرزاجان

↓

ملا يوسف كوسجي

↓

مولانا مرزا محمد فاضل

↓

مولانا مرزا محمد زاهد الهروي

↓

مولانا الشاه عبد الرحيم المحدث الدهلوي

↓

مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي

↓

مولانا الشاه عبد العزيز الدهلوي

↓

مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي

↓

مولانا أحمد على السهارنفوري — مولانا مملوك علي

الإمام الرباني مولانا رشيد أحمد الغنغوهي

المفتي الأعظم عزيز الرحمن الديوبندي — مولانا محمود حسن الديوبندي

الشيخ العلامة مولانا إعزاز على الديوبندي — إمام العصر الشاه أنور الكشميري

المفتي ولي حسن التونكي — الشيخ العلامة محمد يوسف البنوري

الشيخ المفتي الأعظم ببنغلاديش محمد عبد السلام الصاتغامي قدس سره

الشيخ المفتي وكيل الدين الجسري حفظه الله ورعاه

اسم الطالب:

مركز النهضة الإسلامية جسر
Markajun Nahdah Al Islamia Jashore
মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর
(একটি গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর।
ই-মেইল- mailmnajbd@gmail.com, মোবাইল- ০১৯১৭০৭২৯৩৫, ০১৮১২৫১৯৫৮৯

সূচিপত্র

বিটকয়েন (Bitcoin)

ভূমিকা..১৮

বিশ্ব মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন..১৯

বিটকয়েন (Bitcoin) কি? ২৩

বিটকয়েন এর নামকরণ ও উৎপত্তি ২৪

বিটকয়েন এর গঠন এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি ২৪

ব্লকচেইন (Blockchain) এর বাস্তবতা ২৪

বিটকয়েন উপার্জনের দু'টি উপায় ২৫

বিটকয়েন এর অপব্যবহার ২৫

বিটকয়েন কাগজের মুদ্রার সাথে তুলনা ২৬

বিটকয়েন এর মূল্য ওঠানামার কারণ ২৭

বিটকয়েন কি জুয়া খেলার একটি রূপ?...২৭

বিটকয়েন এর জনপ্রিয়তার রহস্য ২৮

বিটকয়েনের সুবিধা (Advantages)..২৯

বিটকয়েনের অসুবিধা (Disadvantag) ৩০

বিটকয়েনে বিনিয়োগ করা কেমন?..৩২

বিটকয়েন এর শরয়ী বিধান ৩২

দারুল উলূম দেওবন্দ এর ফতওয়া..৩৩

সারমর্ম..৩৫

ফাতাওয়া ও মাসাইল

ভূমিকা ৩৮
পাত্রে ইঁদুর পেলে কি নাপাক হবে? ৩৯
বীর্য চেনার উপায়? ৩৯
জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে পবিত্র হতে পারে? ৪০
কোন অঙ্গ কখনো ধৌত করা ফরয আবার কখনো নয়? ৪০
কোন নাপাক পানি ছাড়াই পাক হয়? ৪১
কোন সুন্নাত ফরযের স্থলাভিষিক্ত ৪১
পানি বিদ্যমান সত্ত্বেও কখন তায়াম্মুম বৈধ? ৪২
কোন অঙ্গ ধৌত করাও যায় না আবার মাসাহও না? ৪২
কোন জিনিস শুধু অযু নষ্ট করে; নামায নষ্ট করে না? ৪৩
কখন ফরয গোসল না করলেও গোনাহ হয় না? ৪৪
নামায অধ্যায় ৪৫
পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে ফজর ব্যতিরেকে অন্যান্য নামায বাতিল ৪৫
এক অযুতে কিছু নামায সহীহ; কিছু সহীহ নয় ৪৫
এক ব্যক্তির অযু অন্যের আয়ত্তে কিভাবে? ৪৬
নামায আদায়কালে আগন্তুক ব্যক্তির দ্বারা সকলের নামায নষ্ট ৪৬
ফরয গোসল করে নামায পড়লেও কখন সহীহ হয় না ৪৭
সুন্নাত পড়ে ফরয পড়লেন; সুন্নাত বাতিল ফরয সহীহ? ৪৮
ইমাম মুকতাদির অট্টহাসিতে ইমামের অযু ও নামায বাতিল ৪৮
দু' ব্যক্তি ঘুমে একজনের নামায সহীহ; অপরজনের নয়? ৪৯
কোন জিনিস নামায নষ্ট করে; অযু নয়? ৪৯
অযু; তায়াম্মুম না থাকাবস্থায় কিভাবে নামাযে থাকে? ৫০
কোন জিনিস দ্বারা অযুও ভাঙ্গেনা; নামাযও ভাঙ্গেনা ৫০
কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায আদায় করলেও সহীহ নয়? ৫১

কোন নামায নষ্ট করলেও কাযা আবশ্যক নয়? ৫১
কোন মুসল্লির নামায কিরাত ব্যতিত চলে? ৫২
দু’ রাকাত নামাযে সাতটি সাজদা কিভাবে হয়? ৫২
দু’ রাকাত নামাযে বিশটি সাজদা কিভাবে হয়? ৫৩
তিন রাকাত নামাযে ছয় বার তাশাহহুদ ৫৪
তায়াম্মুমরত নামায প্রাণীর আওয়াযে নষ্ট ৫৫
নামাযে কুরআন পড়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়? ৫৫
একজন মুসাফিরের নিয়তে সকলের নামায বাতিল ৫৬
স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর চার বছরের নামায আবশ্যক.. ৫৭
রোযা অধ্যায় ৫৮
রোযাবস্থায় ইচ্ছা করে পানি পান করলে কাযা আবশ্যক নয়?..৫৮
বিবাহ অধ্যায়..৫৮
বৈধ ছেলে মাতা পিতার বিবাহের খুতবা কিভাবে পড়ায়? ৫৮
বিবাহ ব্যতিত মহর আবশ্যক কিভাবে? ৫৯
একদিনেই তিন পুরুষকে বিবাহ ও মহর অর্জন ৫৯
স্বামী বাজার থেকে ফিরে এসে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করা দেখা..৬০
দু’ বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়াতে; বিবাহ বহাল ৬১
এক ব্যক্তির সাথে মা ও বোনের বিবাহ; বিবাহ বহালও বটে.. ৬১
বিবাহ করে সফরে যাওয়ায়; বৈধভাবে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ..৬২
একজন মহিলার দু’ ব্যক্তিকে বিবাহ কী সহীহ? ৬৩
পরস্পর বোন হওয়া সত্ত্বেও কেউ স্ত্রী, কেউ বাঁদি ৬৩
এক মহিলার তিন পুরুষকে বিবাহ; তৃতীয়জনের বিবাহ বৈধ.. ৬৪
তিনজন মহিলার সাথে সফরে তিনজনই হারাম হয়ে হালাল ৬৫
বিবাহ ব্যতিত মহর দাবী; ইদ্দত ও বংশ আবশ্যক ৬৬
দুগ্ধপান অধ্যায় ৬৭

একই খাবার কারো হারাম আবার কারো হালাল ৬৭
স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ পানের কারণে হারাম..৬৮
তালাক অধ্যায় ৬৯
পানি পান না করলে বা ফেলে দিলে তালাক ৬৯
মানিব্যাগের টাকা কসাইকে দিয়ে ফেরত না দিলে তালাক........................৬৯
দিনে কত রাকাত নামায বলতে না পারলে তালাক ৭০
কেউ মুখে খাবার নিলে বলল; তুমি খেলে আমার স্ত্রী তালাক ৭১
পাত্রে অর্ধেক হালাল; অর্ধেক হারাম; রান্না না করলে তালাক ৭১
বর্শার ফলায় সহবাস না করলে তিন তালাক ৭২
নামাযে ইমাম, মুআযযিনের স্ত্রী হারাম...৭২
ঢাকায় মৃত্যুতে যশোরে স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম ৭৪
কসম অধ্যায় ৭৫
সহবাসের গোসল না করেও নামায কিভাবে পড়ে? ৭৫
"আজ চার রাকাত নামায পড়ব" কসম করলে নামায পড়বে কিভাবে? ৭৫
কসম করল নামায রোযা করব না; হত্যার পরও কেসাসও হল না.................. ৭৬
কুরআন পড়ব না বলে কসম করলে নামায কিভাবে পড়বে?...................... ৭৬
"সন্ধ্যায় খাবার খাবো না" কসমে কিভাবে ইফতার করবে?.........................৭৭
দন্ডবিধি অধ্যায় ৭৭
চারজনে যিনা করার পরও চারজনের শাস্তি ভিন্ন ৭৭
স্বাধীন অধ্যায় ৭৮
রাস্তায় দাস মালিক হন.. ৭৮
মহিলার দিকে তাকালে হারাম ৭৯
ইমামগণের মতভেদ অধ্যায় ৮০
একই বাচ্চা জীবিত আবার মৃত ৮০

একটি বাচ্চা দু’ মাসে কিভাবে জন্ম নেয়?... ৮১
একই ব্যক্তি রোযাদার; আবার রোযাদার নয়.. ৮১
একজন মহিলা কুমারী; আবার কুমারী নয় ৮২
একই চিঠি পড়েছেন; আবার পড়েন নি ৮৩
বিবিধ অধ্যায়...৮৪
ডানে সালামে নামায নষ্ট, বামে সালামে যাকাত আবশ্যক ৮৪
মা ছাড়া জন্ম হয়? ৮৫
ইবরাহিম আ. এর আগুন; আর মুসা আ. এর সাপ দেখা কি এক?....................৮৬
ফারায়েয অধ্যায় ৮৭
চারজন স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পদ চার রকম কেন পায়? ৮৭
তিন মেয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে তিন রকম পায়? ৮৮
চাচাত ভাই দু’ রকম সম্পত্তি কিভাবে পায়? ৮৯
শ্যালক সম্পত্তি পায় কিভাবে? ৮৯
পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে দেরী ৯০
ইফতা সমাপনকারী ছাত্রদের পরিচিতি...৯৫

নাহদাহ সিরিজ- ৩

বিটকয়েন (Bitcoin)

বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান

মূল

মুফতি মুহাম্মাদ সালমান মাযাহেরী

অনুবাদ

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد.

সর্বদা পরিবর্তনশীল বিশ্বে, প্রতিদিন পরিবর্তন হচ্ছে; এটি নতুন কিছু নয়; বরং পৃথিবীর মত এটিও প্রাচীন পদ্ধতি। আর পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্তে বেড়েই চলছে। উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে এসব বিষয়ে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতে হবে।

এমন নতুন একটি মাসআলা হল "বিটকয়েন"। "বিটকয়েন" হল একটি ডিজিটাল মুদ্রা যার কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। এটি কম্পিউটারে অক্ষর এবং নকশা আকারে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল; এর পিছনে এমন কোন সংস্থা বা ব্যাংক নেই যে এটি নিয়ন্ত্রণ করে; যাকে এটির দায়িত্বশীল বলা যেতে পারে। একারণে এটি একটি কাল্পনিক মুদ্রা। স্পষ্টতই, এই ধরণের মুদ্রা প্রাচীনকালে পাওয়া যায় নি এবং কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু এটি ২০০৯ সালে শুরু হয়েছিল এবং বলা হয় এটি আমেরিকান বংশোদ্ভূত সাতোশি নাকামাতো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর ধীরে ধীরে এই মুদ্রা মানুষের মধ্যে চালু হয় এবং খুব দ্রুত গৃহীত হয় এবং এখন বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এর চর্চা আরও বেশি হচ্ছে ।

এই নতুন জিনিসের অস্তিত্বের কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে তার ফলস্বরূপ বিটকয়েনের বাস্তবতা থেকে পর্দা সরিয়ে এর শরীয়ত নির্দেশিত বিধান স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল, যাতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আইন দ্বারা আবদ্ধ মানুষ হালাল ও হারামের পার্থক্য করে চলতে পারেন।

আলহামদুলিল্লাহ অন্যান্যদের মত **"হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ সালমান মাযাহেরী"** বিটকয়েনের বাস্তবতা ও শরয়ী বিধান বিষয়ক **"বিটকয়েন কি হাকিকত আওর উসকা শরয়ী**

হুকুম” নামে একটি বই রচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

লেখক অতিসংক্ষেপে সুন্দর করে বিটকয়েন বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই এর অনুবাদ করলাম। আশা করি বইটি সকলের উপকারে আসবে। আল্লাহ তা'আলা লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও সহযোগীদের উত্তম জাঝা দান করেন। আমীন।

অকিল উদ্দিন

৭ রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

৪ অক্টোবর ২০২২ ইসায়ী

সময়: সকাল ৮:০১ মিনিট

বিশ্ব মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন

প্রাচীনকালে মানুষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিনিময় করত; যাকে (Barter System) বলে। অর্থাৎ তারা এক জিনিস দিতেন এবং বিনিময়ে অন্য জিনিস পেতেন। কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র এ পদ্ধতি অনুসরণ করা খুবই কঠিন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তির গমের প্রয়োজন এবং তার নিকট অতিরিক্ত চাউল আছে। এখন তার এমন কাউকে খুঁজতে হবে; যার চাউলের প্রয়োজন এবং তার নিকট অতিরিক্ত গমও আছে। এমন ব্যক্তি পেলে তার সাথে চাউলের পরিবর্তে গম বিনিময় করবেন। তবেই তিনি গম পাবেন। কিন্তু এ পদ্ধতিটি অনুশীলনে কঠিন হওয়ায় ধীরে ধীরে এ পদ্ধতিটি অচল হয়ে পড়ে।

তারপরে আরেকটি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যাকে (Commodity Money System) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন নির্দিষ্ট আইটেম তৈরী করত এবং সাধারণত একাধিক ব্যবহারের জিনিসগুলোর বিনিময়ে একটি মাধ্যম তৈরী করত। যেমন কখনো শস্য ও গম বিনিময়ের মাধ্যম; কখনো লবন, কখনো চামড়া, কখনো লোহা ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম বানানো হত। কিন্তু বিনিময়ে এসব পণ্য ব্যবহারে যাতায়াতের অনেক অসুবিধা ছিল। এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বাড়তে লাগল এবং বিনিময়ও আগের চেয়ে বেশি হতে লাগল। লোকেরা মনে করল, আমরা যে বিনিময় পদ্ধতি অবলম্বন করেছি; তাতে অনেক অসুবিধা রয়েছে; তাই বিনিময়ের পদ্ধতি একটি হওয়া উচিত; যে পদ্ধতিতে পরিবহন খরচও নূন্যতম হবে এবং লোকেরাও আস্থাশীল হবে।

অবশেষে, তৃতীয় পর্যায়ে লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বিনিময়ের মাধ্যম করে তোলে। কারণ উভয়ই ছিল মূল্যবান ধাতু; অলঙ্কার; পাত্র ইত্যাদি যে কোন আকারেই হোক না কেন, তাদের নিজস্ব মূল্য ছিল এবং পরিবহন যোগ্যতা সহজ ছিল। এমনকি এ দু'টি মূল্যবান ধাতু পণ্যের মূল্যের জন্য একটি পরিমাপ হয়ে ওঠে এবং সকল দেশ এবং শহরের লোকেরা এই ধাতুদ্বয়ের

উপর নির্ভর করতে শুরু করে। আর এ ব্যবস্থাকে (Metalic Money System) বলে।

মুদ্রা সোনা বা রূপা যাই হোক না কেন, পণ্য এবং সরঞ্জামের তুলনায় পরিবহন করা সহজ; অন্যদিকে চুরি করাও সহজ। অতএব, ধনীদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ঘরে রাখা এবং সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই তারা এ মুদ্রাগুলির একটি বিশাল পরিমাণ স্বর্ণকার এবং রৌপ্যকারদের (Money Changer) কাছে ট্রাস্ট হিসেবে রাখতে শুরু করেন এবং সেই স্বর্ণকার এবং রৌপ্যকাররা এ মুদ্রাগুলি রাখতেন। তাদের রাখা এই ট্রাস্ট হোল্ডারদের গ্যারান্টি হিসেবে একটি কাগজ বা রশিদ (Receipt) প্রদান করতেন। ধীরে ধীরে যখন এই স্বর্ণকারদের উপর লোকেদের আস্থা বাড়তে থাকে, তখন এই স্বর্ণকাররা ট্রাস্ট গ্রহণ করার সময় দলিল হিসেবে যে রসিদগুলি প্রদান করেছিলেন, সেই একই রসিদগুলিকে অন্যান্য জায়গায় দলিল হিসেবে ব্যবহার করতেন। এভাবে ক্রয় বিক্রয়ে মূল্য হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়, তাই একজন ক্রেতা ক্রয়ের সময় নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে দোকানদারকে এই রশিদগুলির একটি দিতেন এবং দোকানদার সে স্বর্ণকারদের উপর আস্থার ভিত্তিতে রসিদটি গ্রহণ করতেন।

এভাবেই কাগজের নোটের উৎপত্তি। তবে শুরুতে এটির কোন বিশেষ আকৃতি, রূপ ছিল না; বা তাদের কোন আইনগত মর্যাদাও ছিল না; যে কারণে লোকেরা এটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। বরং এটি গ্রহণ; প্রত্যাখ্যান এ কথার উপর ভিত্তিশীল ছিল যে; স্বর্ণকারের উপর গ্রহণকারী কতটা আস্থা রাখে।

কিন্তু এই রশিদগুলি ১৭০০ সালের গোড়ার দিকে বাজারে আরও প্রচলন হয়ে উঠলে তখন এই রসিদগুলি ব্যাংক নোট নামে একটি আনুষ্ঠানিক আকারে বিকশিত হয়; যা প্রথমে সুইডেনের স্টকহোম ব্যাংক দ্বারা একটি কাগজের নোট হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই সময়ে ইস্যুকারী ব্যাংকের কাছে এই কাগজের নোটগুলির বিনিময়ে ১০০% স্বর্ণ থাকবে এবং ব্যাংক তার দখলে থাকা স্বর্ণের পরিমাণে নোট ইস্যু করার অঙ্গীকার করবে এবং কাগজের নোট ধারকের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমোদিত ছিল। ব্যাংকে গিয়ে চাইলেই তার বিনিময়ে সোনা পাবে। তাই এই ব্যবস্থাকে সোনার বারগুলির মান (Gold Bullion Standard) বলে।

প্রাথমিকভাবে ব্যাংকগুলিকে ইস্যু করা নোটের পরিমাণ স্বর্ণ রাখার উপর নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরে এই আইনটি বাতিল করে এবং বলে সে সমস্ত সোনা থাকা প্রয়োজনীয় নয়; তবে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ইস্যু করা নোটের দুই-তৃতীয়াংশ সোনা থাকা উচিত। পরে দু-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ, তারপর এক-চতুর্থাংশ।

এখন এই নোটের বাস্তবতা হল, এই নোটের এত ক্ষমতা যে এর মাধ্যমে বাজার থেকে কিছু জিনিস কেনা যায় এবং যে দেশের নোট সে দেশের বাজারে কেনা যায়।

এই ব্যাংকগুলির দ্বারা জারি করা নোটগুলিও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যা আগে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা সম্মুখীন হয়েছিল, অর্থাৎ এই নোটগুলিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না; চোর এবং ডাকাতের ভয় ছিল। এটি প্রচলন শুরু হয় এবং বাড়িতে এই বিপুল পরিমাণ নোট সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এখন ব্যাংকগুলি মানুষের এই সমস্যার সমাধান হিসেবে প্লাস্টিক মুদ্রা জারি করে; যা আমরা আজ ডেভিট কার্ড (Debit Card), ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই কার্ডগুলি দ্বারা আপনি যখন খুশি তখন সহজেই ক্রয় বিক্রয় করতে পারেন।

যাই হোক, এটি বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থার বিপ্লব এবং পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ, যার সমীক্ষা থেকে জানা যায় এই মুদ্রা নোটগুলি একই অবস্থায় এবং এক রাজ্যে থাকেনি, বরং বিভিন্ন সময়কালে এর অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। অনেক বিপ্লব; পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এখন এমন একটি মুদ্রা বাজারে এসেছে, এটি পণ্যও নয়, সোনাও নয়, রূপাও নয়, রসিদও নয়, নোটও নয়, ডেভিট কার্ডও (Debit Card) নয়, ক্রেডিট কার্ডও (Credit Card) নয়; বরং এমন একটি ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল (Virtual) কারেন্সি, যাকে বিটকয়েন বলে। যেহেতু পূর্বের কারেন্সি দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হত; তাই এর বিস্তারিত হুকুম কিতাবে পাওয়া যায়; এমনকি ডেভিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির হুকুমও আলেমগণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি একটি ডিজিটাল মুদ্রা যার পরিচিত ধরণ হল বিটকয়েন (বিটকয়েন ছাড়াও এই মুহূর্তে বাজারে অনেক ডিজিটাল মুদ্রা রয়েছে)। এটি নতুন যুগের একটি মুদ্রা, তাই এর বাস্তবতা জানা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। নতুন মুদ্রা ও এর শরয়ী হুকুম কী? বিটকয়েন হালাল না কি হারাম? এতে আমাদের বিনিয়োগ করা উচিত কী না? এই প্রশ্নটি সকল মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই এ সমস্যাটি সমাধান করার জন্য প্রথমে আমাদের বিটকয়েনের বাস্তবতা এবং এটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে; যাতে সামনে গিয়ে আমাদের এর শরয়ী হুকুম নির্ণয় করা সহজ হয়।

বিটকয়েন (Bitcoin) কি?

বিটকয়েন (Bitcoin) ডিজিটাল মুদ্রার প্রসিদ্ধ প্রকার। ডিজিটাল মুদ্রাকে পরিভাষায় ভার্চুয়াল কারেন্সি (Virtual Currency) বলে। অর্থাৎ এ প্রকার মুদ্রা প্রকৃত অস্তিত্বের কোন জিনিস নয়। তার অস্তিত্ব কম্পিউটার সার্ভার অথবা ডিজিটাল ডিভাইসে বানানো কিছু জটিল সংখ্যা (যা অনুমান করে বানানো প্রায় অসম্ভব) এর পদ্ধতি।

এ মুদ্রা পূর্ণ দুনিয়াতে একই রকম অস্তিত্ব রাখে; এটি কোনো সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার অধীনস্থ নয়। বরং এটি স্থায়ী স্বাতন্ত্র্য (Decentralized) এর হিসেবে উপলব্ধ হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই তা গ্রহণ করতে আসা যে কারো সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করা যাবে। এ মুদ্রার লেনদেনকে এই অর্থে নিরাপদ বলা যায় যে, প্রতিটি মুদ্রার লেনদেনের পিছনে ব্লকচেইন (Blockchain) নামে একটি সুস্পষ্ট রেকর্ড রয়েছে, যা একই মুদ্রা দু'বার ব্যবহার করা অসম্ভব করে তোলে।

যেহেতু এ মুদ্রার পিছনে কোন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ নেই। অতএব এর মূল্য (Non-Predicted) অপ্রত্যাশিত ওঠানামার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এর সরবরাহ ও চাহিদা (Demand and Supply) সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সম্ভাবনা অতি নগণ্য। বর্তমানে এ মুদ্রা ইস্যু করা হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করছে। এমনকি কিছু বিখ্যাত এবং সুপরিচিত কারেন্সি রেট ওয়েবসাইটগুলি সাধারণ মুদ্রার মত রেকর্ড এবং বিনিময়গুলিকে প্রচার করে।

এগুলি হল মুদ্রার সারাংশ যা আমরা বিটকয়েন নামে জানি। এখন আমরা এ ডিজিটাল মুদ্রাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে গবেষণা করব।

বিটকয়েন এর নামকরণ ও উৎপত্তি

বিটকয়েন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ৩১ অক্টোবর ২০০৮ সালে। যা বিট (Bit) এবং কয়েন (coin) দু'টি শব্দের সংমিশ্রণ; যার অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি তথা গোপন মুদ্রা। এটির উদ্ভাবক কে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, এটি একটি ব্যক্তি নাকি গোষ্ঠি নাকি কোম্পানি। তবে এটি ৩ জানুয়ারি ২০০৯ সালে সাতোশি নাকামাতো (Satoshi nakamoto) নামে সফটওয়ার ডেভোলাপার (Software Developer) আবিস্কার করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এমন অনলাইন (Online) মুদ্রা তৈরী করা; যা কোন ব্যাংকিং সিস্টেম (Banking System) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং নূন্যতম লেনদেন ফি দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যাবে।

বিটকয়েন এর গঠন এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি

বিটকয়েন (Bitcoin) এর গঠন বুঝার জন্য প্রথমে আমাদের স্বাভাবিক মুদ্রার গঠন বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে টাকা; রুপি অথবা ডলার ইত্যাদির আকারে আছে; তার একটি বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ আমরা এ মুদ্রাগুলিকে নিজ হাতে স্পর্শ করতে পারি। এছাড়াও, আমাদের নিকট বাংলাদেশী টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank) এবং ভারতীয় রুপি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর যখনই এই টাকাগুলি স্থানান্তর করা হয় বা ধার করা হয়, সম্পূর্ণ রেকর্ডটি ব্যাংকের কাছে পাওয়া যায়। তবে বিটকয়েন এর লেনদেনের ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। কারণ হচ্ছে বিটকয়েন একটা Virtual Currency এটিকে বিশ্বের কোনো ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ কারণে তাকে (Decentralized Currency)ও বলে। আর এর (Transactions) লেনদেনগুলি কাকে এবং কোথায় পাঠানো হয়; তা শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব।

ব্লকচেইন (Blockchain) এর বাস্তবতা

বিটকয়েন বিভিন্ন ইউনিট আকারে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তর করা হলে তার ট্রানজেকশন (Transaction) কে ইন্টারনেটের

মাধ্যমে একটি পাবলিক লেজারে (Public Ledger) নিয়মতান্ত্রিক রেকর্ড রাখা হয়। এই পাবলিক লেজার (Public Ledger) কে ব্লকচেইন বলে। এটি আসলে সে সফটওয়ার যা বিশেষভাবে বিটকয়েন (ট্রান্সমিশন) পাঠানো এবং রেকর্ড রাখার জন্য বানানো হয়েছে। আর এটি প্রকৃতপক্ষে এর রেকর্ড এর কারণে প্রেরক এবং প্রাপকের জন্য একটি গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করে। যার কারণে বিটকয়েন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বিটকয়েন উপার্জনের দু'টি উপায়

বিটকয়েন উপার্জনের একটি উপায় হল আপনার পণ্য (Product) অথবা আপনার পরিষেবা (Service) অনলাইনে বিক্রয় করে তার বিনিময়ে আপনি বিটকয়েন উপার্জন করতে পারেন। অন্যদিকে বিটকয়েন উপার্জনের আরেকটি পদ্ধতি; যা বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে বিটকয়েন মাইনিং (Bitcoin Mining) বলে। বিটকয়েন মাইনিং (Bitcoin Mining) দু'টি কাজ করে। প্রথমটি বিটকয়েন নেটওয়ার্ক (Network) এ ক্রয় বিক্রয় (Transaction) যাচাই করা এবং দ্বিতীয়টি হল বিটকয়েন তৈরী করা। বিটকয়েন মাইনিং করার জন্য অনেক শক্তিশালী কম্পিউটার এক সাথে সংযুক্ত করা হয় গাণিতিক হিসাব (Mathematical Calculation) সমাধান করার জন্য। তারপর এই গণনাগুলি (Calculation) সমাধান করার বিনিময়ে, কম্পিউটারের মালিক কে পুরস্কারস্বরূপ বিটকয়েন দেয়া হয়।

বিটকয়েন চালু করা হলে তখন এর খনি (Mining) এর সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২১ মিলিয়ন অর্থাৎ দু' কোটি দশ লক্ষ থেকে বেশি বিটকয়েন কখনই চালু করা হবে না; যা প্রায় ২০১০ সাল থেকে ২১৪০ পর্যন্ত সময়ে পূর্ণ হবে।

বিটকয়েন এর অপব্যবহার

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, বিটকয়েন কাকে এবং কোথায় (Transaction) পাঠানো হয়েছে; তা খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিছু অপরাধী গোষ্ঠি (Criminal Groups) বিটকয়েন এর এই অনন্য

বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নিয়ে এটি ভুল জিনিসের জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে। মাদক ব্যবসা (Drugs Dealing) ব্লাকমেইলিং (Black Mailing) এবং অপহরণ (Kidnapping) ইত্যাদির মত সব ধরণের অপরাধমূলক কার্যকলাপে বিটকয়েন দ্বারা লেনদেন শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এই কুখ্যাত মুদ্রা বিটকয়েন দিয়ে ইন্টারনেটে (Silkroad) নামক ওয়েবসাইট থেকে সমস্ত অবৈধ এবং অপরাধমূলক পণ্য ক্রয় করছিল। এ কারণে ২০১৩ সালে বেআইনি কার্যকলাপের সাথে জড়িত ওয়েবসাইট (Silkroad) আমেরিকার (FBI) বন্ধ (Ban) করেছিল। তা প্রায় এক লক্ষ থেকে বেশি বিটকয়েন, যার মূল্য ২৮.৫ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ছিল।

যেহেতু এই মুদ্রাটি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং সমস্ত আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না, তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি নিষিদ্ধ করেছে এবং এর লেনদেন একটি নিয়মিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিটকয়েন কাগজের মুদ্রার সাথে তুলনা

বর্তমান কাগজের মুদ্রা যেমন বাংলাদেশী টাকা এবং ভারতীয় রুপি মার্কিন ডলার ইত্যাদির সাথে তুলনা করা সঠিক নয়। তেমনিভাবে বিটকয়েনকে কাগজে মুদ্রা বাংলাদেশী টাকা এবং ভারতীয় রুপি এবং আমেরিকার ডলার ইত্যাদির সাথেও তুলনা করা সঠিক নয়। কারণ বাংলাদেশী টাকা; ভারতীয় রুপি এবং মার্কিন ডলার ইত্যাদির শক্তি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে, ভাল কাজ করলে, বাংলাদেশী মুদ্রার মান (Value) বাড়বে; ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে, ভাল কাজ করলে ভারতীয় মুদ্রার মান (Value) বাড়বে। বিপরীতে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হলে সে দেশের মুদ্রার মূল্য (Value) কমে যাবে। যেমন জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe) এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়লে তখন দেশটির মুদ্রা এতটাই পড়ে যায়, একটি ডিমের মূল্য সে দেশের ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুদ্রার ওঠানামা বা তার মূল্য সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেহেতু বিটকয়েন বিশ্বের কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি একটি স্থায়ী স্বাধীন (Decentralized) মুদ্রা।

তাই আমরা বিটকয়েনকে সাধারণ কাগজের মুদ্রার সাথে কখনই তুলনা করতে পারি না।

বিটকয়েন এর মূল্য ওঠানামার কারণ

যতদূর বিটকয়েন এর মূল্য সম্পর্কিত, এটি সরবরাহ (Demand) এবং চাহিদা (Supply) এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যত বেশি মানুষ এই মুদ্রা ক্রয় করবে; এর মূল্য তত বেশি বাড়বে। অন্যদিকে এর চাহিদা (Supply) কমে গেলে এবং সরবরাহ (Demand) বাড়লে দাম কমে যাবে।

সংক্ষেপে বিটকয়েন প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রবণতা এবং অপ্রবণতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যত বেশি লোক বিটকয়েন কিনবে বা বিনিয়োগ করবে; তার মূল্য তত বাড়বে। আর লোকেরা বিটকয়েনে বিনিয়োগ বন্ধ করলে এবং নিজের কাছে থাকা বিটকয়েন বিক্রি করা শুরু করলে; বিটকয়েনের মান কমে যাবে।

বিটকয়েন কি জুয়া খেলার একটি রূপ?

আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিটকয়েন প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রবণতা এবং অপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে। তাই এখন প্রতিটি বিটকয়েন বিনিয়োগকারী (Investor) প্রথম থেকেই এ কথা মনে রাখেন যে, মূল্য বৃদ্ধির ৫০% এবং মূল্য হ্রাসের ৫০% সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের মনে এ কথা রয়েছে, যদি বেশি বেশি মানুষ বিটকয়েনে বিনিয়োগ করে, তবে এর চাহিদা (Demand) এর কারণে আমার লাভ হবে। অন্যদিকে মানুষ বিটকয়েনে অর্থ বিনিয়োগ না করে, বিটকয়েন থেকে নিজ অর্থ উত্তোলন শুরু করলে অতি সরবরাহের (Over Supply) কারণে আমার ক্ষতি হবে। তাই এটি দু'টি জিনিসের মধ্যে ঝুলে আছে।

এখন দু'টি অবস্থা হয়েছে। হয় তার বিটকয়েনে বিনিয়োগ করা অর্থও ডুবে গেছে। অথবা নিজে প্রচুর সম্পদ নিয়ে এসেছে। একে জুয়া (Gambling) বলে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটিকে আরও একটু বিস্তারিতভাবে বুঝুন, অন্যথায় লোকেরা সাধারণত এই বলে চলে যায় যে,

এখানে নতুন নতুন মৌলভী এবং নতুন নতুন ফাতওয়া রয়েছে; অথচ সব মৌলভি বা মুফতি কুরআন, হাদীসের আলোকেই ফাতওয়া দেন।

তাই জুয়ার ক্যাটাগরিতে বিটকয়েন যুক্ত করা হয়েছে। তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য একটি সহজ উদাহরণ হল; আমাদের দেশে বাংলাদেশ-পাকিস্তান, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোন ক্রিকেট ম্যাচ হলে; জুয়ার বাজার উত্তপ্ত হয়। জুয়া খেলায় যা হয়, তা হল; একজন লোক তার প্রিয় দলের নামে টাকা বাজি ধরে; আমার দল ম্যাচ জিতলে আমি আপনার কাছ থেকে বাজি অনুযায়ী টাকা নেব। বিপরীতে অন্য ব্যক্তি অন্য দলের উপর টাকা রাখে, আমার দল ম্যাচ জিতলে আমি শর্ত অনুযায়ী আপনার কাছ থেকে টাকা নেব। যেন উভয়ের জেতার সম্ভাবনা (Chances) পঞ্চাশ-পঞ্চাশ শতাংশ। সুতরাং বিটকয়েনে প্রায় একই হিসাব হয়; আপনি ডুবে যাবেন বা আপনি আপনার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। তাই এখন লোকেদের প্রবণতা বাড়তে থাকলে এবং লোকেরা ক্রয় করতে থাকলে আপনার বিটকয়েনের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মানুষ বিটকয়েন থেকে টাকা বের করা শুরু করলে বিটকয়েনের মূল্য কমে যাবে এবং হয়ত প্রত্যাশার চেয়েও খারাপ হবে। তাই এ থেকে নিজেকে রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় লোভের চক্রে পড়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিটকয়েন এর জনপ্রিয়তার রহস্য

প্রশ্ন হল; শরীয়তকর্তৃক ও অর্থনৈতিক সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বিটকয়েন কীভাবে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল? তার সহজ উত্তর হল; এই নতুন মুসিবত বিটকয়েনকে জনপ্রিয় করতে মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যম একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল এবং বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনেক দেশে কৃত্রিম মুদ্রার সঙ্কট (Artificial Currency Crisis) তৈরি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন ভারত সরকার ৮ নভেম্বর ২০১৬ সালে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার পুরাতন নোট বাতিল করে; তখন এ ধরণের ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের চাহিদা হঠাৎ করে আকাশচুম্বী হয়ে যায়। এটির যুক্তি দেয়া হয়: অক্টোবর; নভেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে একটি বিটকয়েনের মূল্য ছিল মাত্র $৬০০ থেকে $৭৮০ মার্কিন ডলার।

জানুয়ারি ২০১৭ সালে এটির মূল্য $৮০০ থেকে $১,১৫০ মার্কিন ডলার এ পৌঁছেছিল। আর এর মূল্য দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে একটি বিটকয়েনের মূল্য ১৭,৬০৮ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। আর এর মাধ্যমে অনেক কালো টাকাধারী (Black Money Holders) তাদের কালো টাকা (Black Money) লুকিয়ে রাখার একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। আর ভারতীয় সরকার কালো টাকা (Black Money) মুছে ফেলার মিথ্যা দাবি করে থাকেন।

বিটকয়েনের সুবিধা (Advantages)

ডিজিটাল মুদ্রার অনেক সুবিধার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে আমরা বিটকয়েনের কথা বললে এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল; অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় নিরাপত্তার স্তর খুবই শক্তিশালী এবং টেকসই; এটি বিটকয়েনের বড় দাবি। কিন্তু সময়ই বলবে, এই দাবিটি বাস্তবতার ভিত্তিতে ছিল না কি শুধুমাত্র মৌখিক সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ছিল।

বিটকয়েনের দ্বিতীয় সুবিধা হল: এর মাধ্যমে লেনদেন করার সময় লেনদেনকারীদের পরিচয় সুরক্ষিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি তার দেশের মুদ্রা নিয়ে লেনদেন করলে সে দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানে তার একাউন্টে কত টাকা স্থানান্তরিত হয়েছে বা কত টাকা অন্য একাউন্টে স্থানান্তরিত (Transactions) হয়েছে; বা কত টাকার কেনাকাটা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিটকয়েনের তৃতীয় সুবিধা হল: বিটকয়েনের মাধ্যমে লেনদেন (Transactions) করা হলে NEFT এবং RTGS ইত্যাদি লেনদেনের তুলনায় ফি খুবই কম।

বিটকয়েনের চতুর্থ সুবিধা হল: কোনও ব্যক্তি কোন ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে চাইলে ব্যাংক কর্মকর্তা তার কাছে প্রচুর নথি (Documents) চান এবং সেই সাথে ব্যাংক কর্মকর্তাও চেক করেন একাউন্ট খোলার উপযুক্ত কি না? ব্যাংক একাউন্ট থাক বা না থাক। যেখানে বিটকয়েনে যে কেউ একাউন্ট খুলতে পারেন এবং কোন বাঁধা ছাড়াই যে কোন ধরণের লেনদেন করতে পারেন।

এগুলি বিটকয়েনের সুবিধাসমূহ যা অনেক মানুষ লক্ষ করেছেন; বিশেষ করে যারা তাদের গোপনে উপার্জিত লাভগুলি রহস্যজনকভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চান; তারা বিটকয়েন পছন্দ করেন। আর তারা শুধু তার ভক্ত ও সমর্থকই নয়; বরং যারা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠান বা কলম তোলেন তাদেরও প্রবল বিরোধী। আর বিটকয়েন সংক্রান্ত কোন শরয়ী হুকুম তাদের সামনে উল্লেখ করলে এ ধরণের আলেম ও মুফতিদের জাহেল ও সংকীর্ণমনার মত বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিটকয়েনের অসুবিধা (Disadvantag)

বিটকয়েনের সবচে বড় অসুবিধা হল, এর উচ্চ অস্থিরতা (High Volatility) অর্থাৎ সবসময় উচ্চ ওঠানামার ঝুঁকি থাকে, যার কারণে বিনিয়োগকারীর মূলধন (Capital) সুরক্ষিত করার সম্ভাবনা খুবই বিরল। অর্থাৎ বিটকয়েনে বিনিয়োগকারী যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার ক্ষতির ঝুঁকি সবসময় থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন; ২০১৭ সালে বিটকয়েনের মূল্য দশগুণ বেড়েছে; তাহলে এতে ক্ষতির ঝুঁকি কী? তার উত্তর হল: আমাদের এটাও ভাবা উচিত, যে মুদ্রা এক বছরের মধ্যে তার আসল মূল্য থেকে দশ গুণের বেশি বাড়তে পারে, সেই মুদ্রা কি বছরে দশবার কমতে পারে না? তাই একই উচ্চ অস্থিরতা এর কারণে এই মুদ্রা অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় অনিরাপদ বলে।

বিটকয়েনের দ্বিতীয় অসুবিধা হল: বিটকয়েনের মালিক যে বিটকয়েন সঞ্চয় (Store) করে; তাকে ই-ওয়ালেট (E-wallet) বলে। আর এ ই-ওয়ালেট কোনো অনুমোদিত Authorised বা নিয়ন্ত্রিত Regulated ই-ওয়ালেট নয়। আল্লাহ তা'আলা না করুন; এ ই-ওয়ালেট যদি কোনওভাবে শেষ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ এই ই-ওয়ালেটকে হ্যাক (Hack) করলে, বিটকয়েনের মালিক কারও কাছে তার বিটকয়েন দাবি করতে পারবে না; কারণ এই ই-ওয়ালেটটি অনুমোদিত নয় এবং নিয়ন্ত্রিত নয়। এমন ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হবে তা শুধুমাত্র বিটকয়েনের মালিককে বহন করতে হবে। একইভাবে বিটকয়েনের মালিক তার ই-ওয়ালেট এর পাসওয়ার্ড (Password) ভুলে গেলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির ই-ওয়ালেট এর

পাসওয়ার্ড চুরি করলে এতে সংরক্ষিত বিটকয়েনের কী হবে? তাই এ সমস্ত ঝুঁকি যা কখনই অস্বীকার করা যায় না।

বিটকয়েনের তৃতীয় অসুবিধা হল: আপনি বিটকয়েনের মাধ্যমে যে অর্থ প্রদান (Payment) করবেন; তা হল (p2p) Peer to Peer। অর্থাৎ সরাসরি (কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া) পেমেন্ট তথা অর্থ প্রদান করা হয়। এতে অসুবিধা হল; পেমেন্ট করার পর যাকে পেমেন্ট করা হয়েছে, সে প্রত্যাখ্যান করল বা তর্ক (Dispute) শুরু করল যে আমি দিব না, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করার আপনার কোন উপায় নেই। কারণ এখানে আপনি যে অর্থ প্রদান করেছেন; তা শুধুমাত্র আপনার এবং আপনি যাকে অর্থ প্রদান করেছেন তার মধ্যে রয়েছে। তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান (Institution) বা কোন নিয়ন্ত্রক (Regulator) এর হস্তক্ষেপ নেই। অতএব, যদি প্রতিযোগী প্রত্যাখ্যান করেন; তবে তার কাছ থেকে একটি পয়সাও দাবি করার আইনগত অধিকার আপনার থাকবে না।

চতুর্থ আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল: বিটকয়েন একটি সম্পদ ভিত্তিক (Asset Based) মুদ্রা নয়। বরং একটি চাহিদা ভিত্তিক (Demand Based) মুদ্রা। আমরা সাধারণত যে মুদ্রার সাথে লেনদেন করি, তা সর্বদা কিছু অন্তর্নিহিত সম্পদ (Underlying Asset) এর সাথে সংযুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) থেকে শরীয়াহসম্মত শেয়ার ক্রয় করলে তবে এর বিনিময়ে কোম্পানিতে শেয়ার পরিমাণ মালিক হন। অর্থাৎ যা কিছু শেয়ার ক্রয় করা হয়; তা কোনো না কোনো সম্পদ (Asset) দ্বারা ব্যাক (Backing) করা হয়। কিন্তু বিটকয়েনের ক্ষেত্রে কোন ব্যাকিং (Backing) নেই; এগুলি কেবল বাতাসে রয়েছে, এর পিছনে কোনও অন্তর্নিহিত সম্পদ (Underlying Asset) নেই। তাই অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন, এই ক্ষেত্রে কী বিটকয়েন ক্রয় করা সঠিক কাজ?

অতএব, এইগুলি বিটকয়েনের কিছু অসুবিধা যা আমরা সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি, কেউ এটির প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও বিবেচনা করলে; এরকম আরও অনেক ত্রুটি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বিটকয়েনে বিনিয়োগ করা কেমন?

বিটকয়েনে অর্থ বিনিয়োগ করা বা রাখা বোকামী। কারণ যখন এটা পরিস্কার যে, এ মুদ্রার কোন (Owner) মালিক নেই। এখন যদি আমরা ধরে নিই, আগামীকাল এই মুদ্রাটি কোনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে; বা এর মান শূন্য হয়ে গেলে বা এর সিস্টেম হ্যাক (Hack) করা হলে; এমন ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এই বিটকয়েনগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে সে তার অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য কার উপর মামলা করবে। যেভাবে আমাদের কাছে বাংলাদেশীয় টাকার মত সাধারণ কাগজের মুদ্রা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank) এর গ্যারান্টার; যদি কেউ এই মুদ্রা গ্রহণ (Accept) না করে, বা এর মান স্বীকৃত না হলে; বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank) এর জন্য দায়ী। যেভাবে ভারতীয়দের কাছে ভারতীয় রুপির মত সাধারণ কাগজের মুদ্রা রয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক (RBI) এর গ্যারান্টার। কেউ এই মুদ্রা গ্রহণ না করলে, বা এর মান স্বীকৃত না হলে সেন্ট্রাল ব্যাংক (RBI) এর জন্য দায়ী। যেমন, ৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে, ভারত সরকার যখন ৫০০ এবং ১০০০ রুপীর পুরনো নোট বাতিল করে দেয়, তখন বাতিল নোটগুলিকে অভিহিত মূল্যে প্রতিস্থাপিত করা হয়। অথচ বিটকয়েনের মত অনলাইন (Virtual) মুদ্রায় এরকম কিছুই ঘটতে পারে না; কারণ এটি কোনও ব্যক্তি, বা কোনও সংস্থা বা ব্যাংক বা কোনও দেশের সরকার গ্যারান্টার নয়।

অতএব, এর ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা কাউকে দোষ দিতে পারি না বা কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি না, তাই এ ধরণের দাজ্জালি মুদ্রা থেকে যথাসম্ভব পরিহার করাই বুদ্ধিমানের দাবি।

বিটকয়েন এর শরয়ী বিধান

বিটকয়েন সম্পর্কে সকল উলামায়ে কেরাম এর তাহকীক এটাই যে; এটি জায়েয নেই। তাই এ ব্যাপারে নিজের মতামত না দিয়ে মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ এর ফাতওয়াকেই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত মনে করি। কেননা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করে এই মুদ্রা বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রতিষ্ঠা করে; তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠা করার কে?

অতএব, বিটকয়েন এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দ এর ফাতওয়া উদ্ধৃত করাই উত্তম মনে করি।

তাছাড়া শুধু দারুল উলূম দেওবন্দই নয়, মিশরের আলেমগণ, ফিলিস্তিনের আলেমগণ এবং তুরস্কের সরকার সরকারীভাবে এটিকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আরও অনেক দারুল ইফতার ফাতওয়াও একই যে, এই মুদ্রাই বিনিয়োগ করা জায়েয নেই।

দারুল উলূম দেওবন্দ এর ফাতওয়া

প্রশ্ন নং: **১৫৫০৬৮**

প্রশ্ন:- আমি বিটকয়েন এর ব্যবসা করছি, এটা কি জায়েয? আমি বিটকয়েন এ ইনভেস্ট করছি; এটার অনুমতি আছে কি?

উত্তর নং: **১৫৫০৬৮**

ফতওয়া: ১৪২০-১৩৯৯/এন=১/১৪৩৯

উত্তর:- বিটকয়েন বা যে কোন ডিজিটাল কারেন্সি একটি কাল্পনিক মুদ্রা মাত্র। এতে প্রকৃত মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও শর্ত একেবারেই নেই। আর বর্তমান বিটকয়েন বা ডিজিটাল কারেন্সি ক্রয়-বিক্রয়ের নামে নেটে যে ব্যবসা চলছে; তা শুধুই একটি প্রতারণা। এতে কোন প্রকৃত বিক্রয় ইত্যাদি নেই। আর এ ব্যবসায়ে বিক্রয়ের বৈধতার জন্য কোন শরয়ী শর্ত নেই। বরং এটা প্রকৃতপক্ষে ফরেক্স ট্রেডিং এর মতই এক প্রকার সুদ এবং জুয়া। অতএব, বিটকয়েন বা যে কোন ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের আকারে যে কোন ইন্টারনেট ব্যবসা শরয়ীভাবে হালাল ও জায়েয নয়; তাই বিটকয়েন বা তথাকথিত ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন না। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, পূর্বের ফাতওয়া (২৩৮/এন, ৮৮১/এন, ১৪৩৮ এএইচ. ৪৮০/এন, ৮৯৬/এন, ১৪৩৮এএইচ) দেখা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.[১]

[১] . বাকারা আয়াত: ২৭৫ سورة البقرة: الآية: ٢٧٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.[২]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ.[৩]

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَيْ بِالْحَرَامِ يَعْنِيْ بِالرِّبَا، وَالْقِمَارِ، وَالْغَصَبِ وَالسَّرِقَةِ.[৪]

لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يَزْدَادُ تَارَةً وَيَنْقُصُ أُخْرَى ، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ.[৫]

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.[৬]

আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।
দারুল ইফতা,
দারুল উলুম দেওবন্দ।

বিটকয়েন সম্পর্কে ২০১৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রশ্ন করা হয়েছিল। যার বিস্তারিত উত্তর দেখুন।

ফাতওয়া: ২৩৮-৮৮১/এন=১৪৩৯

(১,২) বর্তমান বিশ্বে যে বিভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি সম্পদ নয়। তা কেবল একটি কাগজের টুকরো, এর মধ্যে যে সম্পদ অথবা প্রচলিত যে মূল্য পাওয়া যায়; তা দু' ভাবে। একটি কারণ তার পিছনে দেশের অর্থনৈতিক বিষয় রয়েছে। এ কারণে দেশের প্রবৃদ্ধি ও পতনের প্রভাব মুদ্রার মূল্যের উপর পড়ে। অর্থাৎ: অর্থনীতির কারণেই দেশের মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, প্রতিটি দেশ জনসাধারণের কাছে

---

[২] . সুরা মায়েদা আয়াত: ৯০ سورة المائدة: الآية ٩٠

[৩] . মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৬৫৬৪ مسند أحمد بن حنبل رقم ٦٥٦٤

[৪] . তাফসীরে বগবী ২৯২ সুরা নিসা আয়াত: ২৯ التفسير للبغوي سورة النساء: الآية ٢٩

[৫] . রদ্দুল মুহতার ৭/৬৬৫ رد المحتار ٦٦٥/٧ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

[৬] . সুরা মায়েদা আয়াত: ২ سورة المائدة: الآية ٢

তার মুদ্রার জন্য দায়ী। এ কারণেই যখন একটি দেশ তার মুদ্রা স্থগিত করে, তখন মুদ্রাটি নিছক কাগজের নোটে পরিণত হয় এবং এর কোন মূল্য বা মর্যাদা থাকে না। এখন প্রশ্ন হল, ডিজিটাল কারেন্সির পিছনে কী আছে যা এর মূল্য নির্ধারণ করে এবং এর বৃদ্ধি ও পতনের কারণে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়? একইভাবে এই মুদ্রার গ্যারান্টার কে? এছাড়াও মুদ্রার পিছনে যা পাওয়া যায়; তা কি প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার গ্যারান্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নাকি এটি একটি কাল্পনিক জিনিস?

ডিজিটাল কারেন্সি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়া এবং বিবেচনা করার পর দেখা গেল, ডিজিটাল মুদ্রা একটি কাল্পনিক জিনিস এবং এর শিরোনাম শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য হাতির দাঁতের মত। আর প্রকৃতপক্ষে এটি ফরেক্স ট্রেডিং ইত্যাদির মতই নেটে বাজি এবং সুদ ব্যবসার একটি রূপ। এখানে প্রকৃতপক্ষে পণ্য ইত্যাদি পাওয়া যায় না। আর এ ব্যবসায় ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতার শরয়ী শর্তও নেই।

সুতরাং, সংক্ষেপে বিটকয়েন বা অন্য কোন ডিজিটাল কারেন্সি শুধুমাত্র ভার্চুয়াল কারেন্সি। প্রকৃতপক্ষে কারেন্সি বা মুদ্রা নয়। কোন ডিজিটাল কারেন্সি প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্য নেই। এছাড়াও ডিজিটাল কারেন্সি জুয়াবাজি এবং সুদি ব্যবসায় পরিচিত। তাই বিটকয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয় করাও জায়েয নয়। তেমনিভাবে বিটকয়েন বা যে কোন ডিজিটাল কারেন্সির ব্যবসাও ফরেক্স ট্রেডিং এর মত অবৈধ ও নাজায়েয। তাই এই ব্যবসা এড়িয়ে চলুন।

আল্লাত তা'আলাই ভাল জানেন।

দারুল ইফতা

দারুল উলূম দেওবন্দ।

সারমর্ম

অতএব, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে; বিটকয়েন ক্রয় বিক্রয় এবং তাতে বিনিয়োগ করা হারাম। এখন মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলঃ এর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে এবং একইভাবে এই ধরণের কোম্পানিতে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকবে; যারা হালাল অংশীদারিত্বের নামে বিটকয়েন

এর মত হারাম জিনিসে অর্থ বিনিয়োগ করে এটি থেকে আসা লভ্যাংশ (Profit) হালাল বলে বিতরণ করে। এ কারণে বর্তমানে বিশেষ করে বেঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শহরে অনেক কোম্পানি সামনে এসেছে, যারা পার্টনারশিপ নামে মানুষদের থেকে টাকা নিয়ে বিটকয়েনে বিনিয়োগ করে সেখান থেকে আসা লভ্যাংশ গ্রহণ করে প্রতি মাসে হালাল লভ্যাংশ নামে টাকা বিতরণ করেন। এমতাবস্থায় প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর দায়িত্ব তিনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে চান, বিনিয়োগ করার পূর্বে তিনি কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালভাবে গবেষণা করে দেখবেন, আমার টাকা কোথায় এবং কোন প্রকল্পে (Project) বিনিয়োগ করা হবে।

আর এখানেও বিনিয়োগকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং তিনি নিজেই এই ধরণের কোম্পানিকে যথাসম্ভব যাচাই করে দেখা উচিত; এই কোম্পানিগুলো প্রকৃতপক্ষে হালাল উপায়ে ব্যবসা করে এবং সেখান থেকে লভ্যাংশ গ্রহণ করে শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করে নাকি শুধুমাত্র হালাল এর লেবেল (Label) দিয়ে আমাদের হারামে লিপ্ত করছে না তো? কারণ সাধারণত দেখা গেছে, যে কোনো কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে যখনই এ ধরণের প্রশ্ন করা হয়; তখন অনেক কোম্পানির কর্মকর্তারা বিনিয়োগকারীদের তাদের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য শুধুমাত্র হালালের নাম ব্যবহার করছেন।

কিন্তু পর্দার আড়ালে সেই কোম্পানিগুলো বিটকয়েনের মত হারাম জিনিসে মানুষের অর্থ বিনিয়োগ করে নিজেদের এবং বিনিয়োগকারীদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় নষ্ট করছেন।

তাই প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর দায়িত্ব হল তাদের অর্থ যাচাই বাছাই করে বিনিয়োগ করা। অন্যথায় এই হারাম উপার্জন শুধু আমাদের ইবাদত বন্দেগিই নয়; দুনিয়া ও আখেরাতকেও ধ্বংস করে দিবে। মহান আল্লাহ তা’আলার কাছে প্রার্থনা করি; তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে হালাল রিযিক দান করেন এবং হারাম পরিহার করার সক্ষমতা দান করেন। আমীন।

১৫ সফর ১৪৪৪ হিজরী; ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঈসায়ী; সময় সকাল ১০:৩৯

নাহদাহ সিরিজ- ৪

ফাতাওয়া ও মাসাইল

দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد.

আল্লাহ তা'আলা বলেন- অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।[৭]

পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের ধারা বেয়ে মানব জীবনে আসে নতুন নতুন সমস্যা। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের পরও প্রত্যেক যুগে ইমাম ও ফকীহদের বিশাল এক জামাত মানুষের নানাবিধ সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বোত্তম সমাধান দিয়ে ইসলামের সর্বজননতা ও পূর্ণতা প্রমাণ করে আসছেন। জিজ্ঞাসা ও সমাধানের এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর এর "তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামি ওয়াল ইফতা" ১৪৪১ হিজরী, ২০২০ ঈসায়ী প্রতিষ্ঠা থেকে বিভিন্নভাবে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়াদির সমাধান দিয়ে আসছেন। মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে, প্রবন্ধ আকারে, বই পুস্তক রচনা করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৪৩-১৪৪৪ হিজরী ২০২২-২০২৩ ঈসায়ী এর "তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামি ওয়াল ইফতা" ছাত্রবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রহণযোগ্য দলিলভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর কিছু ফিকহী ধাঁধা সংকলন ও দলিল অলঙ্কৃতকরণ অনেক সহজ হয়েছে। "হায়রাতুল ফিকহ" এর আলোকে গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়া ও মাসাইল ফিকহের বিন্যাসে সাজানো হয়েছে। যা অত্যন্ত সৌন্দর্যতা লাভ করেছে।

আমি আশা করি বইটি সকলের জন্য উপকারী হবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন বইটিকে ব্যাপকভাবে কবুল করেন। যারা এর পিছনে মেহনত করেছেন সকলের ইলমী ও আমলী উন্নতি দান করেন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
৭ রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী,
৪ অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী,
সময়: দুপুর: ১২:৫৮ মিনিট

[৭] . সুরা আম্বিয়া আয়াত- ৭।

পবিত্রতা অধ্যায়

পাত্রে ইঁদুর পেলে কি নাপাক হবে?

প্রশ্ন: ০১/০১- এক ব্যক্তির নিকট তিনটা পাত্র ছিল। একটা পাত্র ঘি দিয়ে পূর্ণ; আরেকটি দুধ দিয়ে; অন্যটি সিরকা দিয়ে। সে প্রত্যেকটি পাত্র থেকে অল্প অল্প করে একটি পাত্রে ঢালল। অতঃপর উক্ত পাত্রে মৃত ইঁদুর পাওয়া গেল। এখন কোন পাত্র নাপাক হবে?

উত্তর:- ইঁদুরের পেট ফেঁড়ে ঘি বের হলে ঘি এর পাত্র নাপাক হবে। দুধ বের হলে দুধের পাত্র নাপাক হবে। সিরকা বের হলে সিরকার পাত্র নাপাক হবে। আর পেট ফেঁড়ে কিছুই বের না হলে ইঁদুরকে বিড়ালের সামনে দিবে। বিড়াল খেয়ে নিলে ঘি এবং দুধের পাত্র নাপাক হবে। আর না খেলে সিরকার পাত্র নাপাক হবে।[৮]

বীর্য চেনার উপায়?

প্রশ্ন: ০২/০২- স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে বিছানায় বীর্য দেখতে পান এবং উভয়ে স্বপ্নদোষ হওয়া অস্বীকার করেন। এখন কোন ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হবে?

উত্তর:- বীর্য সাদা অথবা লম্বাকৃতি হয়ে থাকলে পুরুষের উপর গোসল ফরয। আর হলুদ অথবা গোলাকৃতি হয়ে থাকলে মহিলার উপর ফরয। কিন্তু সতর্কতামূলক উভয়ের গোসল করে নেয়া উত্তম হবে।[৯]

---

[৮] . খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬.

فإن كان ثلاثا من الجباب في أحدها الدهن وفي الآخر الخل وفي الآخر الدبس، أخذ من كل واحد من الجباب الثلاثة وجعل في طست ثم وجد في الطست فارة ولم يغب بصره عنها يشق بطن الفارة إلى أن كان في بطنها وهن فالنجاسة لجب الدهن وإن كان في بطنها الدبس فلجب الدبس وإن كان في بطنها خل فلجب الخل وإن لم يكن في بطنها شيء يرمي بها قبل الهرة إن أكلت فالنجاسة لجب الدهن والدبس والخل طاهر وإن لم تأكلها فالنجاسة لجب الخل وجب الدهن والدبس طاهران.

"خلاصة الفتاوى" ٦/١ كتاب الطهارات، الفصل الأول، الجنس الأول، الجباب والأواني.

[৯] . ফাতাওয়া কাযিখান ৭/৩০-৩১, রদ্দুল মুহতার ১/৩৩৩.

জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে পবিত্র হতে পারে?

প্রশ্ন: ০৩/০৩- একজন জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তি মসজিদে গিয়েছে এবং পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এটা কী হতে পারে?

উত্তর:- জুনুবী ব্যক্তি যে ফরয গোসলে কুলি করতে ভুলে গিয়েছিল। সে মসজিদে গিয়ে পানি পান করাই পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এসেছে।[১০]

কোন অঙ্গ কখনো ধৌত করা ফরয আবার কখনো নয়?

প্রশ্ন: ০৪/০৪- অযুকারীর এমন কোন অঙ্গ রয়েছে; যা কখনো ধৌত করা ফরয আবার কখনো নয়?

উত্তর:- অযুকারীর দু' টি অঙ্গ। এক. থুতনী। দ্বিতীয়. গাল। কেননা দাড়ি বের হওয়ার পূর্বে উক্ত অঙ্গদ্বয় ধৌত করা ফরয ছিল। আর ঘন দাড়ি বের হওয়ার পর তা ধৌত করা কষ্টকর হওয়ার কারণে ফরয নয়।[১১]

إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد، فلما استيقظا وجدا منيا بينهما، وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رح: الغسل عليهما احتياطا. وقال غيره: إن كان الماء غليظا أبيض فهو من الرجل، وإن كان رقيقا أصفر فهو من المرأة. وقال بعضهم: إن وقع طولا فهو من الرجل وإن كان مدورا فهو من المرأة.

"فتاوى قاضيخان" ٣٠/٧-٣١ كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٣٣٣/١ كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، مطلب: في تحرير الصاع والمد والرطل.

[১০] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৬৪, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩১২, মাজমাউল আনহুর ১/৩৫-৩৬.

الْجُنُبُ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ ولم يَمُجَّهُ لم يَضُرَّهُ وَيُجْزِيهِ عن الْمَضْمَضَةِ إذَا أَصَابَ جَمِيعَ فَمِهِ.

"الفتاوى الهندية" ٦٤/١ كتاب الطهارة، الباب الثاني: في الغسل، الفصل الأول: في فرائضه.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٣١٢/١ كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل. و"مجمع الأنهر" ٣٥/١-٣٦ كتاب الطهارة.

[১১] . বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৬-৬৭, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩১৬-৩২০.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ولم يذكر في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ وَذَكَرَ في غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ من قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ... وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَلَمَّا نَبَتَ الشَّعْرُ خَرَجَ ما تَحْتَهُ من أَنْ يَكُونَ وَجْهًا لِأَنَّهُ لَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ... وَأَمَّا الشَّعْرُ الذي يُلَاقِي الْخَدَّيْنِ وَظَاهِرَ الذَّقَنِ.... وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ لِأَنَّ الْبَشَرَةَ خَرَجَتْ من أَنْ تَكُونَ وَجْهًا لِعَدَمِ مَعْنَى الْمُوَاجَهَةِ لِاسْتِتَارِهَا بِالشَّعْرِ فَصَارَ ظَاهِرُ الشَّعْرِ الْمُلَاقِي إياها هو الْوَجْهُ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ إلَيْهِ.

কোন নাপাক পানি ছাড়াই পাক হয়?

প্রশ্ন: ০৫/০৫- প্রত্যেক নাপাক পানি দ্বারা ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কোন নাপাক যা পানি ছাড়াই পাক হয়?

উত্তর:- মদ এবং মৃত প্রাণীর চামড়া পানি ছাড়াই পাক হয়। কারণ মদ এ লবণ দিলে তা সিরকা হয়। আর সিরকা পাক।[১২] আর মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত তথা লবণ দিয়ে কিংবা রোদে শুকিয়ে পাকা করার দ্বারা পাক হয়ে যায়।[১৩]

কোন সুন্নাত ফরযের স্থলাভিষিক্ত

প্রশ্ন: ০৬/০৬- কোন সুন্নাত ফরযের স্থলাভিষিক্ত এবং তা আদায় করলে ফরয রহিত হয়ে যায়?

"بدائع الصنائع" ٦٦/١-٦٧ كتاب الطهارة، أركان الوضوء، مطلب: غسل الوجه.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٢١٦/١-٢٢٠ كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، مطلب: في الفرض القطعي والظني.

[১২] . রদ্দুল মুহতার ১০/৩৬, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/২০, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১০/১৫, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৯৯.

(ويجوز تخليلها)....(ولو بطرح شيء فيها) كالملح....ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل وإن غلب الخمر.

"رد المحتار" ٣٦/١٠ كتاب الأشربة.

وراجع أيضا "فتاوى قاضيخان" ٢٠/٧ كتاب الطهارة. و"الفتاوى البزازية" ١٥/١٠ كتاب الطهارة، الفصل السادس: في إزالة الحقيقة. و"الفتاوى الهندية" ٩٩/١ كتاب الطهارة، الباب السابع: في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول: في تطهير الأنجاس.

[১৩] . বাদায়েউস সানায়ে ১/২৪৩, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৯৩-৩৯৫, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/১৭, আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৪৪.

فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير.

"بدائع الصنائع" ٢٤٣/١ كتاب الطهارة، الدباغة.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٣٩٣/١-٣٩٥ كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: في أحكام الدباغة.، و"فتاوى قاضيخان" ١٧/٧ كتاب الطهارة.، و"الفتاوى الولوالجية" ٤٤/١ كتاب الطهارة، الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثواب.

উত্তর:- চামড়ার মোযা মাসাহ করা সুন্নাত। মোযা মাসাহ ফরযের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় পা ধৌত করা ফরয রহিত হয়ে যায়।।[১৪]

পানি বিদ্যমান সত্ত্বেও কখন তায়াম্মুম বৈধ?

প্রশ্ন: ০৭/০৭- কোন মুসাফিরের নিকট পানি বিদ্যমান; পিপাসার্তও নয়। তা সত্ত্বেও তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ?

উত্তর:- মুসাফিরের কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলে; তা ধৌত করা আবশ্যক। সে কাপড় ধৌত করে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি না থাকলে তায়াম্মুম করতে পারবে।[১৫]

কোন অঙ্গ ধৌত করাও যায় না আবার মাসাহও না?

প্রশ্ন: ০৮/০৮- অযুকারীর এমন কোন অঙ্গ যা ধৌত করাও জায়েয নয় আবার মাসাহ করাও জায়েয নয়?

---

[১৪] . সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ. ৪২ হা. ৪৫৭, মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ ৪/৮৮, আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৬৫, আলইনায়া ১/১৪৬, ১৬১.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

"سنن ابن ماجه" ص. ٤٢ رقم ٥٤٧ كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الخفين.

وقد تواترت السنة عن النبي ﷺ بالمسح على الخفين.

"منهاج السنة النبوية" ٨٨/٤ فصل قال الرافضي وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز.

أن المسح يقام مقام الغسل فيما يفرض غسله، لو لا الساتر، كما في الخف.

"الفتاوى الولوالجية" ٦٥/١ كتاب الطهارة، الفصل السادس: في المسح على الخفين، وأما المسح على الجبائر.

وراجع أيضا "العناية" ١٤٦/١، ١٦١ كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين.

[১৫] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৮২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৩৪

مُسَافِرٌ مُحْدِثٌ نَجِسُ الثَّوْبِ معه مَاءٌ يَكْفِي لاحدهما، يَغْسِلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ، وَلَوْ تَيَمَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ غَسَلَ النَّجَاسَةَ، يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لأنه تيمم وهو قَادِرٌ على ما يَتَوَضَّأُ بِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

"الفتاوى الهندية" ٨٢/١ كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني فيما ينقض التيمم.

وإذا كان مع الرجل ماء قدر ما يتوضأ وهو محدث وفي ثوبه دم أكثر من قدر الدرهم فإنه يغسل الدم بذلك الماء ويتيمم للحدث ولو توضأ بالماء وصلى في الثوب النجس جاز ويكون مسيئا في الأصل.

"خلاصة الفتاوى" ٣٤/١ كتاب الطهارات، الماء الموضو في الفوات في الجنب وغيره.

উত্তর:- মাসাহকৃত পা। অর্থাৎ চামড়ার মোযা এর উপর মাসাহ করা হয়েছিল। আর তার সময়সীমার মধ্যে একটা মোযা খোলা হলে উক্ত পা ধৌত করা কিংবা মাসাহ করা জায়েয নয়। বরং তার দ্বিতীয় মোযাটি খোলা আবশ্যক।[১৬]

কোন জিনিস শুধু অযু নষ্ট করে; নামায নষ্ট করে না?

প্রশ্ন: ০৯/০৯- কোন জিনিস শুধু অযু ভেঙ্গে দেয়; নামায ভাংগে না?

উত্তর:- নামাযরত অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলে কিংবা বায়ু নির্গত হলে অথবা নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অযু ভেঙ্গে যায়; নামায ভাংগে না। এমতাবস্থায় অযু করে পূর্বের নামাযে শরীক হতে পারবেন। অর্থাৎ অযু ভেঙ্গে যাবার পর কারো সাথে কথা না বলে অযু করে এসে পূর্বের নামাযে শরীক হবার সুযোগ রয়েছে।[১৭]

---

[১৬] . ফাতাওয়া কাযিখান ৭/৩২, আলমুহিতুল বুরহানী ১/৩৫২, মাজমাউল আনহুর ১/৭২.

ولو نزع خفيه قبل انقضاء مدة المسح أو نزع إحدى الخفين وهو على وضوءه فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه.

"فتاوى قاضيخان" ٣٢/٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل في المسح على الخفين.

وراجع أيضا "المحيط البرهاني" ٣٥٢/١ كتاب الطهارة، الفصل السادس في المسح على الخفين.

و"مجمع الأنهر" ٧٢/١ كتاب الطهارة.

[১৭] . আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৬৮৮, ফাতাওয়া কাযিখান ৭/৮০, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৫২.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

"السنن الكبرى للبيهقي" رقم الحديث ٦٨٨ كتاب الطهارة، باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ.

إذا أحدث في صلاته من بول، أو غائط، أو ريح، أو رعاف، متعمدا فسدت صلاته. وإن سبقه الحدث ولم يتعمد، إن كان حدثا موجبه الغسل فكذلك، وإن كان موجبه الوضوء، فإن كان بفعل الآدمي فكذلك، وإن لم يكن بفعل الآدمي لا يفسد الصلاة بل يتوضأ ويبني.

"فتاوى قاضيخان" ٨٠/٧ كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة وما يكره فيه وما لا يكره، فصل فيما يفسد الصلاة.

وإذا ذرعه القيء ملء الفم من غير قصد ييوضأ ويبني ما لم يتكلم.

"الفتاوى الهندية" ١٥٢/١ كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة.

কখন ফরয গোসল না করলেও গোনাহ হয় না?

প্রশ্ন: ১০/১০- ফরয গোসল না করলেও কোন ব্যক্তির গোনাহ হয় না?

উত্তর:- জুনুবি মহিলা গোসলের প্রস্তুতি নেয়ার পর তার হায়েয হলে গোসল না করলেও তার গোনাহ হবে না।[১৮]

---

[১৮] . আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৫৭, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩৩.

ويستحب للمرأة الحائض إذا دخل عليها وقت الصلاة أن تتوضأ، وتجلس عند مسجد بيتها، تسبح، تهلل كي لا تزول عنها عادة العبادة.

"الفتاوى الولوالجية" ٥٧/١ كتاب الطهارة، الفصل الخامس: في النفاس والحيض إلى آخره.

ويستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها، وهو تشبه بالصلاة.

"رد المحتار" ٥٣٣/١ كتاب الطهارة، مطلب: لو أفتى مفت بشيء من هذا الأقوال في مواضع الضرورة.

নামায অধ্যায়

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে ফজর ব্যতিরেকে অন্যান্য নামায বাতিল

প্রশ্ন: ০১/১১- এক ব্যক্তি এক কাপড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন। তার ফজরের নামায সহীহ হয়েছে এবং অন্যান্য নামায কিভাবে নষ্ট হয়েছে?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তির কাপড়ে তরল নাপাকি ছিল যা ফজরের সময় অল্প ছিল। পরে তা ছড়িয়ে শরীয়তের ক্ষমাযোগ্য সীমা থেকে বেশি হয়ে যায়। সুতরাং ফজরের নামায সহীহ হয়েছিল। আর অন্যান্য নামায বাতিল হল।[১৯]

এক অযুতে কিছু নামায সহীহ; কিছু সহীহ নয়

প্রশ্ন: ০২/১২- এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক অযু দ্বারা আদায় করেছেন। তার ফজর, যোহর, আসরের নামায নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মাগরিব, ইশা এর নামায কিভাবে সহীহ হয়েছে?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তি জুনুবী ছিলেন। গোসলের সময় গড়গড়া করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সে কারণে ফজর, যোহর, আসরের নামায নষ্ট হয়েছে। ইফতারে পানি পান করলেন। এর দ্বারা গোসল পরিপূর্ণ হল এবং মাগরিব ও ইশার নামায সহীহ হল।[২০]

---

১৯ . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১০২.

وَلَوْ أَصَابَ الثَّوْبَ دُهْنٌ نَجِسٌ أَقَلَّ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ ثُمَّ انْبَسَطَ فَصَارَ أَكْثَرَ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ قال بَعْضُهُمْ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَبِهِ أَخَذَ الْأَكْثَرُونَ.

"الفتاوى الهندية" ١٠٢/١ كتاب الطهارة، الفصل الثاني في الأعيان النجسة.

২০ . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৬৪, মাজমাউল আনহুর ১/৩৫-৩৬, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩১২.

الْجُنُبُ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ ولم يَمُجَّهُ لم يَضُرَّهُ وَيُجْزِيهِ عن الْمَضْمَضَةِ إذَا أَصَابَ جَمِيعَ فَمِهِ.

"الفتاوى الهندية" ٦٤/١ كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الأول في فرائضه.

এক ব্যক্তির অযু অন্যের আয়ত্তে কিভাবে?

প্রশ্ন: ০৩/১৩- এক ব্যক্তি জঙ্গলে নামায আদায় করছিলেন। আরেক ব্যক্তি এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। আর তিনি নামায শেষ করলেন। নামাযী ব্যক্তির নামায বহাল রাখা বা নষ্ট করে দেয়া আগন্তুক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে তার নামায বহাল থাকবে। অন্যথায় নষ্ট হয়ে যাবে। তা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- জঙ্গলে নামায আদায়কারী ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি পানির পাত্রে পানি নিয়ে এসেছেন। এখন মাসআলা হল, কোনো ব্যক্তি তায়াম্মুমরত অবস্থায় নামায আদায় করলে এবং অন্য কোন ব্যক্তি পানি নিয়ে এলে তার থেকে পানি চাইবেন। তিনি পানি না দিলে তার নামায বহাল থাকবে। আর পানি দিলে তার নামায নষ্ট হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত পানি দ্বারা অযু করে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।[২১]

নামায আদায়কালে আগন্তুক ব্যক্তির দ্বারা সকলের নামায নষ্ট

প্রশ্ন: ০৪/১৪- এক ব্যক্তি মসজিদে জামাতের ইমামতি করছিলেন। আরেক ব্যক্তি এসে নিজের মোযার উপর চাবুক মারলেন। সে কারণে সকলের নামায নষ্ট হল কিভাবে?

رجل اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماء إن شرب على وجه السنة لا يخرج عن الجنابة وإن شرب لا على وجه السنة يخرج.

"مجمع الأنهر" ٣٥/١-٣٦ كتاب الطهارة.

وَيَكْفِي الشُّرْبُ عَبًّا ؛ لِأَنَّ الْمَجَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَصَحِّ.

"الدر المختار" ٣١٢/١ كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل.

[২১] . ফাতহুল কাদীর ১/১৩৮-১৩৯, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৩৭.

لو صلى بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء. فإن غلب على ظنه أنه يعطيه بطلت قبل السؤال وإن غلب أن لا يعطيه يمضي على صلاته وان أشكل عليه يمضي ثم يسأله فإن أعطاه ولو بيعا بثمن المثل ونحوه أعاد وإلا فهي تامة. وكذا لو أعطاه بعد المنع إلا أنه يتوضأ هنا لصلاة أخرى.

"فتح القدير" ١٣٨/١-١٣٩ كتاب الطهارة.

وراجع أيضا "فتاوى قاضيخان" ٣٧/٧ كتاب الطهارة، باب التيمم.

উত্তর:- অযুতে মোযার উপর মাসাহ করতে ভুলে গিয়ে এভাবেই ইমামতি করছিলেন। তিনি নিজের মোযার উপর চাবুক মারলে ইমামের মোযা মাসাহ এর কথা স্মরণে চলে এসে সকলের নামায নষ্ট হয়। কেননা মোযা মাসাহ তার উপর ফরয ছিল। ইমামের নামায নষ্ট হওয়ায় মুকতাদির নামাযও নষ্ট হল।[২২]

ফরয গোসল করে নামায পড়লেও কখন সহীহ হয় না

প্রশ্ন: ০৫/১৫- এক ব্যক্তি সুবহে সাদিকের সময় ফরয গোসল করে উক্ত পবিত্রতা দ্বারা পর্যায়ক্রমে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তার ফজরের নামায আদায় হয় নি। আর অন্যান্য নামায আদায় হয়ে গেছে। এটা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তি ফরয গোসলে গড়গড়া করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের পর পানি পান করেছেন। এরপর যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা এর নামায আদায় করেছেন। সে কারণে তার ফজরের নামায আদায় হয়নি। আর অন্যান্য নামায আদায় হয়ে গেছে। কেননা পানি পান করা গড়গড়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।[২৩]

---

[২২] . আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৬৫, আলইনায়া ১/১৪৬.

أن المسح يقام مقام الغسل فيما يفرض غسله، لولا الساتر، كما في الخف.

"الفتاوى الولوالجية" ٦٥/١ كتاب الطهارة، الفصل السادس: في المسح على الخفين وغير ذلك إلى آخره، وأما المسح على الجبائر.

إِنَّمَا أَعْقَبَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةُ مَسْحٍ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ الْغُسْلِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةٍ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلَ الْكُلِّ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَدَلُ الْبَعْضِ.

"العناية" ١٤٦/١ كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين.

[২৩] . আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৩১-৩৩২.

(وفرض الغسل)... (غسل)كل (فمه). ويكفي الشرب عبا، لأن المج ليس بشرط في الأصح.

"الدر المختار" ٣١١/١-٣١٢ كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، مطلب: في أبحاث الغسل.

الجنب إذا شرب الماء ولم يمجه، لم يضره، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه.

"الفتاوى الهندية" ٦٤/١ كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الأول: في نواقضه.

সুন্নাত পড়ে ফরয পড়লেন; সুন্নাত বাতিল ফরয সহীহ?

প্রশ্ন: ০৬/১৬- এক ব্যক্তি চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়েছেন। এরপরে চার রাকাত ফরয পড়েছেন। ফরয সহীহ কিন্তু সুন্নাত বাতিল হল কিভাবে?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তি অযু করেছিলেন; কিন্তু মোযা মাসাহ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুন্নাত নামায আদায় করে উক্ত জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জামাতের নিয়তে বের হলে বৃষ্টির ফোটা যা ঘাসের উপর পড়ে ছিল তা মোযায় লেগে মাসাহ এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তার ফরয নামায বৈধ আর সুন্নাত বৈধ নয়।[২৪]

ইমাম মুকতাদির অট্টহাসিতে ইমামের অযু ও নামায বাতিল

প্রশ্ন: ০৭/১৭- ইমাম এবং মুকতাদি নামায শেষের দিকে অট্টহাসি দেয়ায় ইমামের অযু ও নামায ভাঙ্গে। কিন্তু মুক্তাদির অযু নয়?

উত্তর:- ইমাম নামাযের শেষের দিকে প্রথমে অট্টহাসি দেয়। এরপরে মুকতাদি। এজন্য ইমামের অযু এবং নামায বাতিল হয়ে যায়। আর মুকতাদির শুধু নামায ফাসিদ হয়; অযু নয়।[২৫]

---

[২৪] . ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৩৩, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১/১২, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৮৬.

لابس الخف إذا احتاج إلى المسح فخاض الماء أو أصابه مطر وابتل، جاز.

"فتاوى قاضيخان" ٣٣/٧ كتاب الطهارة، فصل في المسح على الخفين.

نسي المسح ومشى في الماء أو في الكلأ المبتل بالمطر، فابتل مقدار ما يلزم مسحه من الخف جاز وإن ابتل بالطل فالأصح الجواز لأنه ماء.

"الفتاوى البزازية" ١٢/١ كتاب الطهارة، الفصل الرابع: في المسح.

ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع، أو مشي في حشيش مبتل بالمطر يجزيه، والطل كالمطر على الأصح.

"الفتاوى الهندية" ٨٦/١ كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول.

[২৫] . ফাতাওয়া কাযীখান ৭/২৬-২৭.

إذا خرج الإمام عن صلاته لا على وجه القطع بل على وجه الإفساد، بأن قهقه أو أحدث متعمدا، ثم قهقه المأموم، لا ينتقض وضوء المأموم، لأن الجزء الذي لاقته القهقهة والحدث العمد من صلاة الإمام قد فسد وبفساده فسد ذلك الجزء من صلاة المأموم، ولهذا لو كان المأموم مسبوقا تفسد صلاة المسبوق، فإذا فسد صلاة المأموم لا تنتقض طهارته بالقهقهة.

"فتاوى قاضيخان" ٢٦/٧-٢٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل فصل فيما ينقض الوضوء.

দু’ ব্যক্তি ঘুমে একজনের নামায সহীহ; অপরজনের নয়?

প্রশ্ন: ০৮/১৮- দু’ ব্যক্তি নামায পড়ছিলেন এবং দু’ জনই ঘুমিয়ে পড়েন। একজনের নামায সহীহ। অপরজনের সহীহ নয়।

উত্তর:- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ঘুমিয়েছেন তার নামায নষ্ট এবং যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়েছেন তার নামায সহীহ।[২৬]

কোন জিনিস নামায নষ্ট করে; অযু নয়?

প্রশ্ন: ০৯/১৯- কোন জিনিস শুধু নামায নষ্ট করে; অযু নয়?

উত্তর:- নামাযে কিছু খেলে বা কথা বললে বা কোন কাজ করলে নামায নষ্ট হয়। কিন্তু নামাযের বাইরে এগুলো করার দ্বারা অযু নষ্ট হয় না।[২৭]

---

[২৬] . রদ্দুল মুহতার ১/২৯৫-২৯৬, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৮৪.

قال في شرح الوهبانية ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده. وفي جوامع الفقه أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته.

"رد المحتار" ٢٩٥/١-٢٩٦ كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة الشيء.

لو نام في السجود ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد صلاته، وإن تعمد فسدت في السجود ولا تفسد في الركوع.

"فتاوى قاضيخان" ٨٤/٧ كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة.

[২৭] . আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৮৬, রদ্দুল মুহতার ২/৪৪৫, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৮১.

أن فساد الصلاة متعلق بعمل كثير.

"الفتاوى الولوالجية" ٨٦/١ كتاب الطهارة، الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة إلى آخره، وأما الأعمال المبطلة للصلاة.

يفسد التكلم أي يفسد الصلاة، ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به.

"رد المحتار" ٤٤٥/٢ كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها.

وإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة وهو كثير.

"فتاوى قاضيخان" ٨١/٧ كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة وما يكره فيه وما لا يكره، فصل فيما يفسد الصلاة.

অযু; তায়াম্মুম না থাকাবস্থায় কিভাবে নামাযে থাকে?

প্রশ্ন: ১০/২০- এক ব্যক্তির অযুও নেই তায়াম্মুমও করা নেই। তারপরও তিনি কিভাবে নামাযে থাকেন?

উত্তর:- নামায আদায়কারী নামাযের মধ্যে হদস (অযু ভেঙ্গে গেছে) হয়ে অযু করতে বাইরে এলেন। এমতাবস্থায় তিনি নামাযে আছেন। যতক্ষণ নামায নষ্টকারী কোন কাজ না করেন। যেমন কথা বলা ইত্যাদি।[২৮]

কোন জিনিস দ্বারা অযুও ভাঙ্গেনা; নামাযও ভাঙ্গেনা

প্রশ্ন: ১১/২১- কোন জিনিস দ্বারা অযুও ভাঙ্গেনা; নামাযও ভাঙ্গে না?

উত্তর:- অল্প বমি, মুচকি হাসি, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ব্যতিত গোশত খসে পড়া।[২৯]

---

[২৮] . খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৩৮, আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৭৯.

ولو قاء إن كان من غير قصده يبني إذا لم يتكلم.

"خلاصة الفتاوى" ١٣٨/١ كتاب الصلاة، الفصل الرابع عشر في الحدث في الصلاة.

رجل سبقه الحدث في صلاته فخرج ليتوضأ فنزح الماء من البئر استقبل الصلاة سواء كان عنده ماء آخر ولم يكن، لأن البناء إنما يجوز إذا لم يحدث شيئا آخر إما لو أحدث في الصلاة تفسد الصلاة إلا أن فعل فعلا لا بد منه من المشي والاغتراف من الإناء يحمل للضرورة، وهذا الفعل منه بد في الجملة فلا ضرورة.

"الفتاوى الولوالجية" ٧٩/١ كتاب الطهارة، الفصل التاسع في الحدث الطاريء على الصلاة إلى آخره.

[২৯] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৬১, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/২৬, আদ্দুররুল মুখতার ১/২৮৮.

وإن قاء أقل من ملء الفم، لا تنتقض طهارته، ولا تفسد صلاته.

"الفتاوى الهندية" ١٦١/١ كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة ولا يكره فيها، الفصل الأول فيما يفسدها، النوع الثاني: في الأفعال المفسدة للصلاة.

والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة.

"فتاوى قاضيخان" ٢٦/٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل فصل فيما ينقض الوضوء.

ولا خروج دودة من جرح أو أذن أو أنف أو فم وكذا لحم سقط منه لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض.

"الدر المختار" ٢٨٨/١ كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، مطلب نواقض الوضوء.

কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায আদায় করলেও সহীহ নয়?

প্রশ্ন: ১২/২২- কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়েছেন। কিন্তু আরো এক রাকাত না পড়লে তার নামায পূর্ণ হবে না।

উত্তর:- যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায ঘরে পড়ে নেন। এরপর মসজিদে এসে সেখানে নফলের নিয়তে জামাতের সাথে তিন রাকাত নামায আদায় করেন। যেহেতু তিন রাকাত নফল বিশুদ্ধ নয়; তাই আরো এক রাকাত পড়তে হবে।[৩০]

কোন নামায নষ্ট করলেও কাযা আবশ্যক নয়?

প্রশ্ন: ১৩/২৩- কোন নামায নষ্ট হলেও কাযা আবশ্যক নয়?

উত্তর:- ঈদের নামায শুরু করার পর নষ্ট হলে কাযা আবশ্যক নয়।[৩১]

---

[৩০] . রদ্দুল মুহতার ২/৬১০, আলবাহরুর রায়েক ২/১৮৩, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৪৮১, আননাহরুল ফায়েক ৩২৯-৩৩০.

وَلَا يَقْتَدِي لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبِالثَّلَاثِ فِي الْمَغْرِبِ، وَفِي جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَفَةً لِإِمَامِهِ، فَإِنْ اقْتَدَى أَتَمَّهَا أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِالثَّلَاثِ تَحْرِيمًا، وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَالْمَسْبُوقِ فِيمَا يُقْضَى وَالْمُقْتَدِي بِمُسَافِرٍ.

"رد المحتار" ٦١٠/٢ كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا.

لِأَنَّ التَّنَفُّلَ بِالْوِتْرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

"البحر الرائق" ١٨٣/٢ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

وراجع أيضا "تبيين الحقائق" ٤٨١/١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، و"النهر الفائق" ٣٢٩/١-٣٣٠ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

[৩১] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২১২, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/১১৫.

والإمام لو صلاها مع الجماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها من فاتته خرج الوقت أو لم يخرج.

"الفتاوى الهندية" ٢١٢/١ كتاب الصلاة، الباب السابع عشر: في صلاة العيدين.

إذا أحدث في صلاة العيد ولم يجد ماء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء لو لم يتيمم تفوته الصلاة أصلا.

"فتاوى قاضيخان" ١١٥/٧ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق.

কোন মুসল্লির নামায কিরাত ব্যতিত চলে?

প্রশ্ন: ১৪/২৪- কোন মুসল্লির নামায কিরাত ব্যতিত চলে?

উত্তর:- যে মুসল্লি কুরআন পড়তে পারে না; মুকতাদি আর লাহিক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায শুরু করেছিলেন। আর তার অযু ছুটে যায়। এরপর তিনি অযু করেন এবং কিরাত ব্যতিত নামায শেষ করেন। কেননা তিনি এখনও ইমামের পিছনে ইকতিদার অন্তর্ভূক্ত।[৩২]

দু' রাকাত নামাযে সাতটি সাজদা কিভাবে হয়?

প্রশ্ন: ১৫/২৫- ফজরের দু' রাকাত নামাযে সাতটি সাজদা কিভাবে হয়?

উত্তর:- মাসবুক দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর শরীক হয়েছেন। এ সময় ইমামের হদস (অযু ভঙ্গকারী কিছু) হলে উক্ত মাসবুককে খলিফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকাতে যে দু' সাজদা আদায় করতে পারেন নি; তিনি তা আদায় করেন এবং পূর্বের রাকাতে ইমামের ভুলে যাওয়া এক সাজদা আদায় করে তাশাহহুদ পড়েন। আর মুকতাদিদের সালাম ফিরানোর জন্য আরেকজনকে খলিফা নিয়োগ করে তিনি ছুটে যাওয়া দু' রাকাত পূর্ণ করতে দাঁড়ান। এবং চারটি সাজদা করেন। তিনি পূর্বে তিন সাজদা করেছিলেন। মোট সাতটি সাজদা হয়।[৩৩]

(وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ) وَكَانَ شُرُوعُهُ بِالْوُضُوءِ (تَيَمَّمَ وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: لَا يَتَيَمَّمُ لِلْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ) وَذَلِكَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ (فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ ازْدِحَامٍ) فَلَا يُؤْمَنُ اعْتِرَاضُ عَارِضٍ يَعْتَرِيهِ مِثْلُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَرُدُّ السَّلَامَ أَوْ يُهَنِّئُهُ بِالْعِيدِ فَيُجِيبُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَهِيَ لَا تُقْضَى.

"العناية" ١/١٤١-١٤٢ كتاب الطهارات، باب التيمم.

৩২ . সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৫০.

وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

"سورة الأعراف" الآية: ٢٠٤.

اللَّاحِقُ إذَا عَادَ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَنْبَغِي له أَنْ يَشْتَغِلَ أَوَّلًا بِقَضَاءِ ما سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ يَقُومُ مِقْدَارَ قِيَامِ الْإِمَامِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.

"الفتاوى الهندية" ١/١٥٠ كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق.

৩৩ . মুলতাকাল আবহুর ১/২১৯, আদ্দুররুল মুখতার ২/৬৯৪, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৮৮.

দু’ রাকাত নামাযে বিশটি সাজদা কিভাবে হয়?

প্রশ্ন: ১৬/২৬- এক ব্যক্তি দু’ রাকাত নামায আদায় করলেন; যার মধ্যে বিশটি সাজদা হল। এটা কী হতে পারে?

উত্তর:- দু’ রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ শেষ করে চৌদ্দটি সাজদায়ে তিলাওয়াত করেছেন। আর চারটি নামাযের সাজদা এবং দু’ টি সাজদায়ে সাহু করে সবমিলিয়ে বিশটি সাজদা হল।[৩৪]

إذا سها بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمين.

"ملتقى الأبحر" ٢١٩/١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

من إضافة الحكم إلى سببه يجب بسبب تلاوة آية أي أكثرها مع حرف السجدة ومن أربع عشرة آية أربع في النصف الأول وعشر في الثاني.

"الدر المختار" ٦٩٤/٢ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

الْإِمَامُ إِذَا سَهَا ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ مَسْبُوقًا أَتَمَّهَا إِلَّا السَّلَامَ فإنه يُقَدِّمُ رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَيَسْجُدُ معه الْمَسْبُوقُ.

"الفتاوى الهندية" ١٨٨/١ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، فصل سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود.

[৩৪] . বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৫, ৪০১, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৪৭০, মুলতাকাল আবহুর ১/২১৯, আদ্দুররুল মুখতার ২/৬৯৪.

إنها في اربعة عشر موضعا من القرآن أربع في النصف الأول وعشر في النصف الآخر._ وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود، ويخرج على هذا الأصل مسائل.

"بدائع الصنائع" ٤٥/١ كتاب الصلاة، بيان مواضع السجود، ٤٠١/١ كتاب الصلاة، سجود السهو وسببه.

(يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب وإن تكرر) أي وأن تكرر ترك الواجب حتى لا يجب عليه أكثر من سجدتين.

"تبيين الحقائق" ٤٧٠/١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

إذا سها بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين.

"ملتقى الأبحر" ٢١٩/١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو.

من إضافة الحكم إلى سببه يجب بسبب تلاوة آية أي أكثرها مع حرف السجدة من أربع عشرة آية أربع في النصف الأول وعشر في الثاني.

"الدر المختار" ٦٩٤/٢ كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة.

তিন রাকাত নামাযে ছয় বার তাশাহহুদ

প্রশ্ন: ১৭/২৭- মাগরিবের তিন রাকাত নামাযে ছয় বার তাশাহহুদ পড়া কিভাবে সম্ভব?

উত্তর:- মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর শরীক হয়েছেন। আর বসে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়েছেন। তাহলে একবার তাশাহহুদ পড়া হল। এরপর ইমামের অবশিষ্ট এক রাকাতে আরেকবার পড়েছেন। দু' বার হল। আর ইমামের ভুল হওয়ায় ইমাম সাজদায়ে সাহু দিয়ে তাশাহহুদ পড়েন। তিনিও ইমামের অনুসরণে তাশাহহুদ পড়েছেন। তিনবার হল। ইমাম সালাম দিয়ে নামায শেষ করলেন। এখন তিনি ছুটে যাওয়া দু' রাকাত আদায় করতে উঠে দাঁড়ালেন। আর এক রাকাত পূর্ণ করে চতুর্থবার তাশাহহুদ পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে পঞ্চমবার তাশাহহুদ পড়লেন। আর উক্ত দু' রাকাতে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ায় তা আদায় করে ষষ্ঠবার তাশাহহুদ পড়েন।[৩৫]

---

[৩৫] . সুনানে আবু দাউদ ১/১৪৭ হা. ১০২৮, ১/১৪৯ হা. ১০৪৯, সুনানে তিরমিযি ১/৯০ হা. ৩৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ. ৮৫ হা. ১২১৯, মুসনাদে আহমাদ হা. ৪০৭৫, ৩০৭৬, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১২৯, ১৮৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৭৩.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ.

"سنن أبي داود" ١٤٧/١ رقم ١٠٢٨ كتاب الصلاة، باب مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ.

وراجع أيضا "مسند أحمد" رقم ٤٠٧٥، ٤٠٧٦ مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

"سنن أبي داود" ١٤٩/١ رقم ١٠٤٩ كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.

وراجع أيضا "سنن الترمذي" ٩٠/١ رقم ٣٩٥ كتاب الصلاة، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهو.

عَنْ ثَوْبَانَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا سَلِّمَ.

"سنن ابن ماجه" ص. ٨٥ رقم ١٢١٩ كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام.

ويجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى. وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُكَبِّرَ بَعْدَ سَلَامِهِ الْأَوَّلِ وَيَخِرَّ سَاجِدًا وَيُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ ثُمَّ يَفْعَلَ ثَانِيًا كَذَلِكَ ثُمَّ يَتَشَهَّدَ ثَانِيًا ثُمَّ يُسَلِّمَ. وَالْمَسْبُوقُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى قَضَاءِ ما

তায়াম্মুমরত নামায প্রাণীর আওয়াযে নষ্ট

প্রশ্ন: ১৮/২৮- এক ব্যক্তি জঙ্গলে তায়াম্মুম করে নামায পড়তেছিলেন। নামাযের মধ্যে তার প্রাণীর আওয়ায শোনার কারণে তার নামায কিভাবে নষ্ট হয়?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তি স্বীয় জিনিসপত্র প্রাণীর উপরে রাখেন এবং তার মধ্যে পানি ভর্তি পাত্রও ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে উক্ত প্রাণী হারিয়ে যায় এবং নামাযের সময় হলে তায়াম্মুম করে নামায শুরু করেন। এরপরে তার হারানো প্রাণী ফিরে এসে ডাকে যা শুনতেই উক্ত ব্যক্তির নামায বাতিল হয়ে যায়। কেননা পানি বিদ্যমান অবস্থায় তায়াম্মুমের নামায বাতিল বলে গণ্য হয়।[৩৬]

নামাযে কুরআন পড়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়?

প্রশ্ন: ১৯/২৯- নামাযের মধ্যে কুরআন পড়ার কারণে নামায নষ্ট হয়?

سَبَقَ بِهِ. الْإِمَامُ إذَا سَهَا ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ مَسْبُوقًا أَتَمَّهَا إلَّا السَّلَامَ فإنه يُقَدِّمُ رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَيَسْجُدُ معه الْمَسْبُوقُ.

"الفتاوى الهندية" ١٢٩/١ كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الْفَصْلُ الثَّانِي في وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. ١٨٥/١ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو. ١٨٨/١ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، فصل سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود.

وفي الأصل سهو الإمام يوجب سجود السهو عليه وعلى من خلفه.

"خلاصة الفتاوى" ١٧٣/١ كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في السهو صلاة ما يتصل بهذه المسائل، جنس في المقدمة.

[৩৬] . রদ্দুল মুহতার ১/৪৭৮, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৩৮.

وقدرة ماء ولو إباحة في الصلاة من مدخول المبالغة: أي ولو كانت القدرة أو الإباحة في الصلاة ينتقض التيمم وتبطل الصلاة التي هو فيها.

"رد المحتار" ٤٧٨/١ كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في فاقد الطهورين.

المصلي بالتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه الإعادة، ولو وجد في خلال الصلاة فسدت صلاته، وكذا لو وجد بعد الفراغ من الأركان قبل التشهد. وكذا لو وجد بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رحمه الله.

"فتاوى قاضيخان" ٣٨/٧ كتاب الطهارة، باب التيمم.

উত্তর:– যে ব্যক্তির নামায অবস্থায় অযু ভেঙ্গে গেছে। অযুর জন্য বের হয়ে কুরআন মাজিদ থেকে কিছু পড়লে তার নামায নষ্ট হয়। কেননা অযু ব্যতিত নামাযে অন্য কাজ করেছেন।[৩৭]

একজন মুসাফিরের নিয়তে সকলের নামায বাতিল

প্রশ্ন: ২০/৩০- মুসাফিরদের একটি দল একজন মুসাফিরের ইকতিদা করলেন। মুকতাদিদের মধ্য থেকে একজন ইকামত এর নিয়ত করায় সকলের নামায কিভাবে নষ্ট হল?

উত্তর:- উক্ত ইমাম গোলাম ছিলেন। তার মালিক নামাযে ইকামতের নিয়ত করার ব্যাপারে গোলাম জ্ঞাত ছিলেন না। নামায কসর করে সালাম ফিরিয়ে দেয়ায় সকলের নামায নষ্ট হয়ে যায়। কেননা মালিকের ইকামতের কারণে ইমামের উপর আর ইমামের অনুসরণে মুকতাদিদের উপর কসর ওয়াজিব ছিল না।[৩৮]

---

[৩৭] . তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৩৭০, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৫২.

ولو قرأ ذاهبا تفسد.

"تبيين الحقائق" ٣٧٠/١ كتاب الصلاة، باب الإمام والحدث في الصلاة.

ولو قرأ ذاهبا تفسد صلاته.

"الفتاوى الهندية" ١٥٢/١ كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة.

[৩৮] . আদ্দুররুল মুখতার ২/৭৪১-৭৪৪, আলবাহরুর রায়েক ২/২৩৫, ২৪৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২০৩, আলবাহরুর রায়েক ২/২৪৩.

والمعتبر نية المتبوع لأنه الأصل لا التابيع كامرأة وفاها مهرها المعجل وعبد غير مكاتب وجدي إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال وأجير وأسير وغريم وتلميذ مع زوج ومولى وأمير ومستأجر.

"الدر المختار" ٧٤١/٢-٧٤٤ كتاب الصلاة، مطلب: في الوطن الأصلي ووطن الإقامة.

ولو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأثم لأنه يتغير فرضه إلى الأربع للتبعية. أن العبد إذا أم مولاه في السفر فنوى المولى الإقامة صحت حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان عليهما إعادة تلك الصلاة.

"البحر الرائق" ٢٣٥/٢ كتاب الصلاة، باب المسافر. ٢٤٣/٢ كتاب الصلاة، باب المسافر.

العبد إذا أم مولاه في السفر فنوى المولى الإقامة صحت حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان عليهما إعادة تلك الصلوات.

"خلاصة الفتاوى" ٢٠٣/١ كتاب الصلاة، الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر، جنس آخر.

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর চার বছরের নামায আবশ্যক

প্রশ্ন: ২১/৩১- এক ব্যক্তি ঢাকাতে মৃত্যুবরণ করেন। যশোরে থাকা মহিলার চার বছরের নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হয় কিভাবে?

উত্তর:- বাঁদি যশোরে থাকতেন এবং ওড়না ব্যতিত নামায পড়তেন। তার মালিক ঢাকাতে মারা যাওয়ার চার বছর পর তার কাছে মৃত্যুর সংবাদ এল। কিন্তু তার মালিক মারা যাওয়া মাত্রই তিনি স্বাধীন হয়ে যান। আর এ জন্য মহিলার চার বছরের নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।[৩৯]

---

[৩৯] . আলবাহরুর রায়েক ১/৪৭৫, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১১৫.

وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْمُجْتَبَى أنها لو صَلَّتْ شَهْرًا بِغَيْرِ قِنَاعٍ ثُمَّ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ مُنْذُ شَهْرٍ تُعِيدُهَا.

"البحر الرائق" ٤٧٥/١ كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة.

أَمَةٌ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَأُعْتِقَتْ في صَلَاتِهَا فَإِنْ لم تَسْتَتِرْ من سَاعَتِهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ سَتَرَتْ من سَاعَتِهَا بِعَمَلٍ قَلِيلٍ جَازَتْ.

"الفتاوى الهندية" ١١٥/١ كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول في الطهارة وستر العورة.

রোযা অধ্যায়

রোযাবস্থায় ইচ্ছা করে পানি পান করলে কাযা আবশ্যক নয়?

প্রশ্ন: ০১/৩২- এক ব্যক্তি রোযাবস্থায় ইচ্ছা করে পানি পান করেছেন। অথচ তার কাযাও আবশ্যক নয় কাফফারাও নয়?

উত্তর:- উক্ত রোযা ঈদের দিনে ছিল। কেননা উক্ত দিন রোযা রাখা হারাম। তাই পানি পান করলেও তার কাযা বা কাফফারা আবশ্যক নয়।[৪০]

বিবাহ অধ্যায়

বৈধ ছেলে মাতা পিতার বিবাহের খুতবা কিভাবে পড়ায়?

প্রশ্ন: ০১/৩৩- এক বৈধ ছেলে বলছে, আমি আমার মাতা পিতার প্রথমবার বিবাহের খুতবা পড়েছিলাম। এটা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- এক ব্যক্তির স্বীয় বাঁদির থেকে ছেলে জন্ম হয়। পরে তিনি উক্ত বাঁদিকে স্বাধীন করে দেন। আর ছেলে বড় হলে তিনি উক্ত স্বাধীন করা বাঁদিকে বিবাহ করেন। আর তার ছেলে বিবাহের খুতবা পড়ান ।[৪১]

---

[৪০] . ফাতহুল কাদীর ২/৩৯২, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২১.

وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. المقصود أن الشروع في صوم يوم من الأيام المنهية كيومي العيدين والتشريق ليس موجبا للقضاء بالإفساد.

"فتح القدير" ٣٩٢/٢ كتاب الصوم، فصل فيما يوجبه على نفسه.

قَوْلُهُ (وَلَا قَضَاءَ إنْ شَرَعَ فيها فَأَفْطَرَ) أَيْ إنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَلَا قَضَاءَ عليه.

"البحر الرائق" ٥٢١/٢ كتاب الصوم، فصل في النذر.

[৪১] . সহীহ মুসলিম ১/৮৬ হা. ৪০৪, আলমুহিতুল বুরহানী ৪/১৭৪.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى

বিবাহ ব্যতিত মহর আবশ্যক কিভাবে?

প্রশ্ন: ০২/৩৪- একজন মহিলার মহর একজন পুরুষের উপর আবশ্যক। অথচ তাদের মধ্যে বিবাহ হয় নি। এটা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- মহিলাটির স্বামী উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। তিনি প্রতিনিধি হিসেবে মহিলার বিবাহ দেন এবং মহরের জামানত গ্রহণ করেন। অতএব জামানত গ্রহণের কারণে তার উপর মহর ওয়াজিব। যদিও তাদের মধ্যে বিবাহ হয় নি।[৪২]

একদিনেই তিন পুরুষকে বিবাহ ও মহর অর্জন

প্রশ্ন: ০৩/৩৫- একজন মহিলা একই দিনে তিন জন পুরুষ থেকে মহর অর্জন করেছেন। প্রথমজন থেকে পূর্ণ, দ্বিতীয়জন থেকে অর্ধেক, তৃতীয়জন থেকে পূর্ণ মহর আদায় করেছেন। এটা কী হতে পারে?

উত্তর:- মহিলাটি গর্ভবতী ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি তাকে পূর্ণ মহর দিয়ে তালাক দেন। ততক্ষণাৎ গর্ভ ভূমিষ্ট হওয়ায় ইদ্দতও পূর্ণ হল। তখন অন্য পুরুষকে বিবাহ করেন। সহবাস ব্যতিত তাকে অর্ধ মহর দিয়ে তালাক

وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».

"الصحيح لمسلم" ٨٦/١ رقم ٤٠٤ كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا.

ولا يجوز للمولى أن يزوج المكاتبة والمكاتب بغير رضاهما، ويجوز نكاحه على الأمة بغير رضاها.

"المحيط البرهاني" ١٧٤/٤ كتاب النكاح، الفصل التاسع عشر نكاح العبيد والإماء.

[৪২] . **আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৩৯২, আদ্দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ৮/৩১১.**

زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أو الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِكْرٌ أو مَجْنُونَةٌ رَجُلًا وَضَمِنَ عنه مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أو وَلِيَّهَا إنْ كانت أَهْلًا لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْأَدَاءِ على الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ.

"الفتاوى الهندية" ٣٩٢/١ كتاب النكاح، الباب السابع: في المهر، الفصل الرابع عشر: في ضمان المهر.

وَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ) حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ سَفِيرٌ . (قَوْلُهُ حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ) بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ.

"الدر المختار"، "رد المحتار" ٣١١/٨ كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض.

দেন। তৃতীয়জন ততক্ষণাৎ বিবাহ করে মারা যান। এ কারণে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পূর্ণ মহর গ্রহণ করেন।[৪৩]

স্বামী বাজার থেকে ফিরে এসে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করা দেখা

প্রশ্ন: ০৪/৩৬- এক ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে বাজারে যান। কিছু সময় বাজারে বেচাকেনা করে ঘরে ফিরে এসে দেখেন, তার স্ত্রী অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছেন। এটা কী হতে পারে?

উত্তর:- উক্ত ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে একটি শর্তের সাথে তালাক দিয়েছেন "তুমি যায়েদের সাথে কথা বললে তিন তালাক"। মহিলাটি যায়েদের সাথে কথা বলায় তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছেন। আর তিনি গর্ভবতী ছিলেন এ সময়ের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করায় ইদ্দত পূর্ণ হল। এরপর তিনি অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করেন।[৪৪]

---

[৪৩] . সুরা বাকারা আয়াত ২৩৭, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৫৮১, বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৮৪, ৫৯২.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

سورة البقرة: الآية: ٢٣٧.

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

"الفتاوى الهندية" ٥٨١/١ كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر: في العدة، وعدة الحامل.

فَالْمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ الدُّخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ سَوَاءٌ كان مُسَمًّى أو مَهْرَ الْمِثْلِ حتى لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ منه بَعْدَ ذلك إلَّا بِالْإِبْرَاءِ من صَاحِبِ الْحَقِّ- أَنَّ الطَّلَاقَ قبل الدُّخُولِ في نِكَاحٍ فيه تَسْمِيَةٌ قد يَسْقُطُ بِهِ عن الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ وقد يَعُودُ بِهِ إلَيْهِ النِّصْفُ.

"بدائع الصنائع" ٥٨٤/٢ كتاب النكاح، فصل وأما الفرقة الثانية، بيان ما يتأكد به المهر. ٥٩٢/٢ كتاب النكاح، بيان ما يسقط به نصف المهر.

[৪৪] . রদ্দুল মুহতার ৫/১৯২, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৪৮৮, ৫৮১.

إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضي به العدة.

"رد المحتار" ١٩٢/٥ كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في عدة الموت.

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا_وعدة الحامل أن تضع حملها.

"الفتاوى الهندية" ٤٨٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع: في الطلاق بالشرط ونحوه. ٥٨١/١ كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة وعدة الحامل.

দু’ বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়াতে; বিবাহ বহাল

প্রশ্ন: ০৫/৩৭- এক ব্যক্তি স্বীয় দু’ বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিশ হাজার টাকা মহরে বিবাহ দিয়েছেন। আর প্রত্যেকের বিবাহই কিভাবে সহীহ থাকে?

উত্তর:- মহিলাদ্বয় পরস্পরে অপরিচিতা। তাদেরকে একজনের বিবাহে একত্রিত করা বৈধ। এ মাসআলার পদ্ধতি হল; এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে দশ হাজার টাকা মহরে বিবাহ করেন। আর তার থেকে একটি ছেলে জন্ম হয়। উক্ত মহিলার অন্য স্বামী থেকে একটি মেয়েও আছেন। আর স্বামীরও আরেক স্ত্রী থেকে একটি মেয়ে আছেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তার ছেলে দু’ বোনকে (পূর্ব স্বামী থেকে একটি কন্যা এবং পিতার অন্য স্ত্রী থেকে একজন কন্যা) বিশ হাজার টাকা মহরে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন। আর তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।[৪৫]

এক ব্যক্তির সাথে মা ও বোনের বিবাহ; বিবাহ বহালও বটে

প্রশ্ন: ০৬/৩৮- এক ব্যক্তি স্বীয় মা এবং দু’ বোনের বিবাহ কোন এক ব্যক্তির সাথে এক হাজার দিরহাম মহরে একই সময় করিয়ে দিয়েছেন। তিন জনের বিবাহই বহাল আছে। এটা কিভাবে?

উত্তর:- তিন মহিলা পরস্পরে অপরিচিতা। সুতরাং একজনের বিবাহে একত্রিত করা বৈধ। এ মাসআলার পদ্ধতি এমন- একটি বাঁদি দু’ ব্যক্তির অংশিদারিত্বে ছিল। বাঁদির একটি ছেলে জন্ম হওয়ায় দু’ জনেই অংশিদারিত্বের দাবি করেন। দু’ জন অংশিদার সাব্যস্ত হওয়ায় দু’ ব্যক্তিই

---

[৪৫] . সুরা নিসা আয়াত: ২৪, রদ্দুল মুহতার ৪/১২৩, ফাতহুল কাদীর ৩/২১০.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

سورة النساء الآية: ٢٤.

أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الْحِلِّ فِي قَوْلِهِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى عَدَمُ حِلِّ إيرَادِ الْعَقْدِ.

"رد المحتار" ١٢٣/٤ كتاب النكاح، فصل في المحرمات.

لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَدَّمْنَا قَرِيبًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَيَتَزَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ. وَقَدْ تَزَوَّجَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ امْرَأَةً وَزَوَّجَ ابْنَهُ بِنْتَهَا.

"فتح القدير" ٢١٠/٣ كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات.

উক্ত ছেলের পিতা হয়ে যান। আর এ দু' পিতারই অন্য স্ত্রী থেকে একটি করে মেয়ে ছিল। অতএব তার দু' পিতা মারা যাওয়ার পর নিজের মাতা এবং দু' পিতার দু' কন্যা তথা তার বোনদ্বয়কে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে পারবেন। তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা নেই।[৪৬]

বিবাহ করে সফরে যাওয়ায়; বৈধভাবে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ

প্রশ্ন: ০৭/৩৯- এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে দশ হাজার টাকা মহর দিয়ে বিশুদ্ধভাবে শরঈ বিবাহ করে সফরে চলে যান। উক্ত মহিলা চিঠি লেখেন যে আমি অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছি। আমার কাছে টাকা নেই। আমাকে দ্রুত টাকা পাঠান। কিন্তু তিনি কেন তাকে টাকা পাঠাবেন?

উত্তর:- মহিলার প্রথম স্বামীটি তার বাবার দাস ছিলেন। তার বাবা মারা যাওয়ায় দাস পৈতৃক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারে মহিলার দাসে পরিণত হয়ে তাদের বিবাহ নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত মহিলা ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। এ জন্য যে দাস সফরে ছিলেন তাকে চিঠি লেখেন যে দ্রুত টাকা পাঠান।[৪৭]

---

[৪৬] . সুরা নিসা আয়াত ২৪, আদ্দুররুল মুখতার ৪/১২২-১২৩.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

سورة النساء الآية: ٢٤.

(وَ) حَرُمَ (الْجَمْعُ) بَيْنَ الْمَحَارِمِ (نِكَاحًا) أَيْ عَقْدًا صَحِيحًا (وَعِدَّةً وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَ) حَرُمَ الْجَمْعُ (وَطْءٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى) أَبَدًا.

"الدر المختار" ٤/١٢٢-١٢٣ كتاب النكاح، فصل في المحرمات.

[৪৭] . ফাতহুল কাদীর ৩/৩৮৭, আলইনায়া ৩/৩৮৮, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৩৪৮, আসসিরাজী ১৫-১৭.

وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح وكذا إذا كانت الأمة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه.

فتح القدير ٣٨٧/٣ كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق.

وَقَوْلُهُ : (وَإِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ) وَاضِحٌ إلَّا أَلْفَاظًا نُنَبِّهُ عَلَيْهَا . قَوْلُهُ : (لِصِحَّةِ الْعِتْقِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْآمِرِ. وَقَوْلُهُ: (أَعْتِقْ طَلَبَ التَّمْلِيكِ مِنْهُ) تَقْدِيرُهُ أَعْتِقْ عَبْدَك الَّذِي هُوَ لَك فِي الْحَالِ عِنْدَ بَيْعِك لِي إيَّاهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنِّي، فَيَكُونُ أَمْرًا بِإِعْتَاقِ عَبْدِ الْآمِرِ عَنْهُ....وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا.

একজন মহিলার দু' ব্যক্তিকে বিবাহ কী সহীহ?

প্রশ্ন: ০৮/৪০- একজন মহিলা দু' ব্যক্তিকে বিবাহ করেছেন। একজনের বিবাহ বহাল অপরজনের বিবাহ বাতিল হয় কিভাবে?

উত্তর:- একজনের চারজন স্ত্রী থাকাবস্থায় তিনি উক্ত মহিলাকে বিবাহ করেছেন। সে কারণে শরীয়ত মতে তার বিবাহ বাতিল হয়েছে। আর অন্যজনের বিবাহ বহাল আছে।[৪৮]

পরস্পর বোন হওয়া সত্ত্বেও কেউ স্ত্রী, কেউ বাঁদি

প্রশ্ন: ০৯/৪১- একজন পুরুষের কাছে পাঁচজন মহিলা বসে ছিলেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই মহিলারা কারা? তিনি উত্তর দিলেন: একজন আমার স্ত্রী আর দু' জন বোন এবং দু' জন বাঁদি। অথচ তারা পাঁচ জন কিভাবে পরস্পরে বোন?

উত্তর:- এক ব্যক্তি একটি বাঁদিকে তিন কন্যা সহ ক্রয় করেছেন। তার মধ্য থেকে একটি কন্যাকে স্বাধীন করে স্বীয় পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছেন। আর

العناية ٣٨٨/٣ كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق.

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا .

"الفتاوى الهندية" ٣٤٨/١ كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات.

تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة.... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وأجماع الأمة.

"السراجي" ١٥-١٧

[৪৮] . সুরা নিসা: আয়াত: ৩, আদ্দুররুল মুখতার ৪/১৩৭, আলইনায়া ৩/২৩০.

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

سورة النساء الآية: ٣.

(وَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ (صَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ) لِبُطْلَانِ الْخَمْسِ (وَ) صَحَّ (نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فَقَطْ لِلْحُرِّ) لَا أَكْثَرُ.

"الدر المختار" ١٣٧/٤ كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذن في زماننا.

(وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ) أَوْ مِنْهُمَا إذَا قَدَّمَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ (وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}) نَصَّ عَلَى الْعَدَدِ (وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ).

"العناية" ٢٣٠/٣ كتاب النكاح.

এখন তিনি বাঁদিকে নিজের কাছে রাখেন। তার থেকে দু' জন কন্যা জন্ম হওয়ার পর তিনি মারা যান। এ পদ্ধতিতে এ দু' কন্যা তার পিতা থেকে জন্ম লাভ করেছেন। তার দু' বোন হল। আর এক কন্যা তো প্রথম থেকেই তার স্ত্রী। আর বাকি দু' কন্যা পিতার মালিকানায় ছিলেন। তা পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হওয়ায় তারা তার বাঁদি। অর্থাৎ এই পাঁচজন এক মহিলার থেকে জন্ম লাভ করেছেন। আর তার থেকে একজন তার স্ত্রী আর দু' জন বোন এবং দু' জন বাঁদি। অতএব তারা পরস্পরে বোন।[৪৯]

এক মহিলার তিন পুরুষকে বিবাহ; তৃতীয়জনের বিবাহ বৈধ

প্রশ্ন: ১০/৪২- এক মহিলা একাকী রাস্তার এক প্রান্তে বসে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কেন বসে আছেন? তিনি উত্তর দিলেন "আমি চাচ্ছি আমি নিজেকে কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিব" উক্ত ব্যক্তি বললেন "আপনি আপনাকে আমার সাথে বিবাহে দিন।" তিনি উত্তর দিলেন, "দিয়ে দিলাম"। তিনি তার পাশে বসা ছিলেন; এর মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেদিক থেকে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কেন বসে আছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি চাচ্ছি নিজেকে কারো সাথে বিবাহে দিব।" তিনি বললেন "আমার সাথে আপনাকে বিবাহে দিন। উত্তরে বললেন "দিয়ে দিলাম"। এরপর আরো একজন এলেন এবং একই প্রশ্ন উত্তর করলেন। অতঃপর তিন ব্যক্তি লড়াই করতে করতে বিচারকের নিকট গিয়ে সমস্ত অবস্থা খুলে বললেন। বিচারক তৃতীয় ব্যক্তির বিবাহ বৈধতার সিদ্ধান্ত দেন। আর তার কাছেই মহিলাকে অর্পণ করেন। বিচারক এমনটি কেন করলেন?

---

[৪৯] . বুখারী ২/৯৯৯ হা. ৬৭৪৯, ফাতহুল কাদীর ৩/২১০, আসসিরাজী ১৫-১৭.

قَالَ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"صحيح البخاري" ٩٩٩/٢ رقم ٦٧٤٩ كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة.

ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَدَّمْنَا قَرِيبًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَيَتَزَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ . وَقَدْ تَزَوَّجَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ امْرَأَةً وَزَوَّجَ ابْنَهُ بِنْتَهَا.

"فتح القدير" ٢١٠/٣ كتاب النكاح، فصل: في بيان المحرمات.

تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

"السراجي" ١٥-١٧ الحقوق المتعلقة بتركة الميت.

উত্তর:- প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ পূর্ণ সাক্ষী ব্যতিত হয়েছিল। কেননা সাক্ষী ব্যতিত বিবাহ বাতিল। কিন্তু তৃতীয় বিবাহ জায়েয। কেননা এ দু' ব্যক্তি তার পাশে উপস্থিত থাকায় তারা সাক্ষী হয়েছেন। অতএব প্রথম দু' জনের বিবাহ নষ্ট হয়েছে। আর তৃতীয় জনের বিবাহ সহীহ হয়েছে।[৫০]

তিনজন মহিলার সাথে সফরে তিনজনই হারাম হয়ে হালাল

প্রশ্ন: ১১/৪৩- এক ব্যক্তি তিনজন মহিলার সাথে সফরে বের হন। কিছু দূর অতিক্রম করলে একজন তার উপর হারাম হন। আরো কিছু দূর গেলে তার উপরে দ্বিতীয়জন হারাম হন। আরো বেশ কিছু দূরে গেলে তৃতীয়জন হারাম হন। আরো দূরে গেলে তিনজনই কিভাবে হালাল হল?

উত্তর:- লোকটি ইহুদি ছিলেন। তিনজন মহিলা শহর ছেড়ে কিছুদূর গেলে একজন মুসলিম হলেন। আরো কিছুদূর গেলে দ্বিতীয়জন মুসলিম হলেন। আরো কিছুদূর পার হলে তৃতীয়জন মুসলিম হলেন। আরো কিছুদূর পার হলে নিজেই মুসলিম হলেন। অতএব তিনজন স্ত্রীই হালাল হয়ে গেলেন।[৫১]

---

[৫০] . আদ্দুররুল মুখতার ৪/৯৮-১০০, ফাতহুল কাদীর ৩/১৯০.

(وَ) شُرِطَ (حُضُورُ) شَاهِدَيْنِ (حُرَّيْنِ) أَوْ حُرٌّ وَحُرَّتَيْنِ (مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا) عَلَى الْأَصَحِّ (فَاهِمَيْنِ) أَنَّهُ نِكَاحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.

"الدر المختار" ٤/٩٨-١٠٠ كتاب النكاح، مطلب في عطف الخاص على العام.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِحُضُورِ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إذْ سَيَأْتِي أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ الشُّهُودِ صَحِيحَةٌ إذَا كَانُوا يَدِينُونَ بِذَلِكَ.

"فتح القدير" ١٩٠/٣ كتاب النكاح.

[৫১] . আলবাহরুর রায়েক ৩/৩৬৭, আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৫৪, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৯৬.

(وإذا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عُرِضَ الْإِسْلَامُ على الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ قد فَاتَتْ فَلَا بُدَّ من سَبَبٍ تُبْتَنَى عليه الْفُرْقَةُ وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ فَلَا يَصْلُحُ سَبَبًا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِتَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أو تَثْبُتَ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ وَإِضَافَةُ الشَّافِعِيِّ الْفُرْقَةَ إلَى الْإِسْلَامِ من بَابِ فَسَادِ الْوَضْعِ وهو أَنْ يَتَرَتَّبَ على الْعِلَّةِ نَقِيضُ ما تَقْتَضِيه وَسَيَأْتِي أَنَّ زَوْجَ الْكِتَابِيَّةِ إذَا أَسْلَمَ فإنه يَبْقَى النِّكَاحُ لِجَوَازِ التَّزَوُّجِ بها ابْتِدَاءً فَحِينَئِذٍ صَارَ الْمُرَادُ من عِبَارَتِهِ هُنَا أَنَّهُمَا إمَّا مَجُوسِيَّانِ فَأَسْلَمَ الزَّوْجُ أو الْمَرْأَةُ أو كتابيان فَأَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ أو أَحَدُهُمَا كِتَابِيٌّ وَالْآخَرُ مَجُوسِيٌّ فَأَسْلَمَ الْكِتَابِيُّ أو الْمَجُوسِيُّ وهو الْمَرْأَةُ.

"البحر الرائق" ٣٦٧/٣ كتاب النكاح، باب نكاح الكافر.

বিবাহ ব্যতিত মহর দাবী; ইদ্দত ও বংশ আবশ্যক

প্রশ্ন: ১২/৪৪- এক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে বিবাহ ব্যতিত রাত্রিযাপন করেন। আর মহিলা মহরের দাবি করেন এবং মুসলিম বিচারকের কাছে বিচারের আবেদন করেন। আর তার দাবি প্রমাণিত হওয়ার পর তার মহর ওয়াজিব হয়। ইদ্দত আবশ্যক হয় এবং বংশও সাব্যস্ত হয়ে যায় কিভাবে?

উত্তর:- তিনি শুবহে নিকাহ (ধারণাকৃত বিবাহ) এর দ্বারা সহবাসকৃতা। এ মাসআলার পদ্ধতি হল, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে দশ হাজার টাকা মহরে বিবাহ করেছেন। উক্ত মহিলার নির্জনতার সময় হলে লোকেরা ভুলে অন্য এক মহিলাকে পাঠিয়ে বলেন, এ মহিলা আপনার স্ত্রী। আর তার এ ব্যাপারে কোন খবর ছিল না। সারা রাত এক সাথে রাত্রিযাপন করেন। সকাল হলে মহিলা মহরের দাবি করেন। আর মুসলিম বিচারকের কাছে আবেদন করেন। বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি মহর, ইদ্দত ও বংশ সাব্যস্তের সিদ্ধান্ত দেন।[৫২]

(وَإِذَا) (أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ امْرَأَةُ الْكِتَابِيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ أَسْلَمَ) فِيهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ أَبَى أَوْ سَكَتَ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ) الزَّوْجُ (صَبِيًّا مُمَيِّزًا) اتِّفَاقًا عَلَى الْأَصَحِّ.

"الدر المختار" ٣٥٤/٤ كتاب النكاح، مطلب: في الكلام على أبوي النبي ﷺ وأهل الفترة.

وراجع أيضا"فتح القدير" ٣٩٦/٣ كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك.

৫২ . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৩৯১, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৬.

رَجُلٌ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يَرْجِعُ على الزَّافِّ.

"الفتاوى الهندية" ٣٩١/١ كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثالث عشر: في تكرار المهر.

(وَ) إِلَّا (فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ زُفَّتْ) إِلَيْهِ (وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ زَوْجَتُك وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ) مُعْتَمِدًا خَبَرَهُنَّ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ بِالدَّعْوَةِ.

"الدر المختار" ٣٦/٦ كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه، مطلب: الحكم المذكور في بابه أولي من المذكور في غير بابه.

দুগ্ধপান অধ্যায়

একই খাবার কারো হারাম আবার কারো হালাল

প্রশ্ন: ০১/৪৫- একটি পাত্র থেকে দু’ ব্যক্তি খাবার খেলেন। একজনের জন্য উক্ত খাবার হারাম। আর দ্বিতীয়জনের জন্য হালাল কিভাবে?

উত্তর:- মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছিলেন। তার দুধ পড়ে গেলে একটি পাত্রে তা রেখে দিলেন। তা থেকে তার স্বামী ও তার সন্তান পান করলেন। সুতরাং স্বামীর জন্য হারাম। সন্তানের জন্য হালাল।[৫৩]

---

[৫৩] . সুরা বাকারা আয়াত ২৩৩, সুরা লুকমান আয়াত ১৪, আলআসল ৪/৩৭০, আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৮৯, ৪১১, ফাতহুল কাদীর ৩/৪২৮, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৫/৪০৯ .

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

سورة البقرة الآية: ٢٣٣

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

سورة لقمان الآية: ١٤

ولا يكون رضاع إلا في الحولين جميعا.

"الأصل" ٣٧٠/٤ كتاب الرضاع باب تفسير لبن الفحل.

(وَلَمْ يُبَحْ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ) لِأَنَّهُ جَزْءُ آدَمِيٍّ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ عَلَى الصَّحِيحِ شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ.

مَصَّ رَجُلٌ ثَدْيَ زَوْجَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ.

"الدر المختار" ٣٨٩/٤ كتاب النكاح، باب الرضاع. ٤١١/٤ كتاب النكاح، باب الرضاع.

(وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ؟ قِيلَ لَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْآدَمِيِّ فَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا لِلضَّرُورَةِ) وَقَدْ انْدَفَعَتْ، وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي.

"فتح القدير" ٤٢٨/٣ كتاب الرضاع.

الِانْتِفَاعُ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لم يَجُزْ قِيلَ لِلنَّجَاسَةِ وَقِيلَ لِلْكَرَامَةِ هو الصَّحِيحُ.

"الفتاوى الهندية" ٤٠٩/٥ كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر: في التداوي والمعالجات، وفيه العزل وإسقاط الولد.

স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ পানের কারণে হারাম

প্রশ্ন: ০২/৪৬- এক ব্যক্তির দু' জন স্ত্রী ছিলেন। একজন উক্ত দু' মহিলার কোন বাচ্চাকে দুধ পান করিয়েছেন। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী হারাম হয়ে গেছেন। এটা কেন হল?

উত্তর:- দ্বিতীয় স্ত্রী যে স্বামীর উপর হারাম হয়েছেন। তিনি বাঁদি ছিলেন এবং তিনি উক্ত বাচ্চার বিবাহে ছিলেন। তার মালিক তাকে স্বাধীন করলে তিনি নিজ সত্ত্বার মালিক হয়ে তার বিবাহ বাতিল করেন। আর ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার পর অন্যজনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। তার আরো একটি স্ত্রী ছিল। সে মহিলা উক্ত বাচ্চাকে দুধ পান করান। সুতরাং উক্ত দ্বিতীয় স্ত্রী যে তার পূর্বে উক্ত বাচ্চার স্ত্রী ছিলেন। তিনি এই স্বামীর উপর হারাম হয়েছেন। কেননা উক্ত বাচ্চা উক্ত ব্যক্তির দুধ সন্তান হয়েছেন। আর দুধ সন্তানের স্ত্রী হালাল নয়। যেমনভাবে আপন সন্তানের স্ত্রী হালাল নয়।[৫৪]

---

৫৪ . সুরা নিসা আয়াত ২৩, আততাফসীর তবারী ২/৪৩১ সূরা নিসা আয়াত ২৩, আততাফসীর বগবী ২৮৭ সুরা নিসা, আলজামে লি আহকামিল কুরআন কুরতুবী সুরা নিসা আয়াত ২৩, বুখারী ২/৭৬৩ হা. ৫০৯৭, ২/৭৬৪ হা. ৫০৯৯, আলআসল 8/৪৬০.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

سورة النساء الآية: ٢٣.

إن حلائل الأبناء من الرضاع، وحلائل الأبناء من الأصلاب، سواء في التحريم.

"التفسير للطبري" ٤٣١/٢، سورة النساء الآية: ٢٣.

وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سَفُلُوا من الرضاع والنسب بنفس العقد.

"التفسير للبغوي" ٢٨٧ سورة النساء الآية: ٢٣.

وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: "يحرم الرضاع ما يحرم من النسب".

"الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" سورة النساء الآية ٢٣

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ_ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

"صحيح البخاري" ٧٦٣/٢ رقم ٥٠٩٧ كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد. ٧٦٤/٢ رقم ٥٠٩٩ كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

তালাক অধ্যায়

পানি পান না করলে বা ফেলে দিলে তালাক

প্রশ্ন: ০১/৪৭- একজন মহিলা এক গ্লাস পানি পান করতে হাতে নিলেন। তখন তার স্বামী বললেন তুমি পানি পান করলে বা ফেলে দিলে তিন তালাক। এখন তিনি কি করবেন? এর কী সমাধান?

উত্তর:– এমতাবস্থায় এর সমাধান হল: একটি শুকনো কাপড় পানি ভর্তি গ্লাসে ডুবিয়ে দিবেন। সব পানি টেনে নিলে তা শুকাতে দিবেন। তবে তিনি তালাক থেকে নিরাপদ থাকবেন।[৫৫]

মানিব্যাগের টাকা কসাইকে দিয়ে ফেরত না দিলে তালাক

প্রশ্ন: ০২/৪৮- একজন মহিলা স্বীয় স্বামীর মানিব্যাগ থেকে পাঁচশত টাকা নিয়ে কসাই এর নিকট পাঠিয়ে দেন। কসাই গোশত ওজন করে দিয়ে দেন। আর টাকা ড্রয়েরের মাঝে রেখে দেন। এরপর তার স্বামী এ কথা শুনে বললেন “আজ তুমি উক্ত পাঁচশত টাকা আমাকে এনে না দিলে তুমি তিন তালাক।” সে কসাই এর কাছে গিয়ে উক্ত টাকা চাইলে কসাই বলল

فإذا تزوج الرجل امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن لأبيه أن يتزوجها.
وكذلك لو كان ابن ابنه وإن بعدوا، وابن ابنته وإن سفل لم يكن له أن يتزوجها.
"الأصل" ٣٦٠/٤ كتاب الرضاع، باب ما حرم الله تعالى بالصهر.

[৫৫] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৪৮৮, আলইনায়া ৪/১০৩.

وإذا أَضَافَهُ إِلَى الشَّرْطِ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

"الفتاوى الهندية" ٤٨٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع: في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الثالث.

(وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى وَقْتِ الشَّرْطِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ.

"العناية" ١٠٣/٤ كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق.

আমি তা ড্রয়েরের মাঝে রেখে দিয়েছি। জানা নেই যে তা কোন টাকা? এখন তালাক থেকে বাঁচার কী সমাধান আছে?

উত্তর:- এ পদ্ধতিতে এটাই সমাধান যে ড্রয়ের ভর্তি টাকা সম্পূর্ণটাই এনে স্বামীকে দিলে তার তালাক হবে না।[৫৬]

দিনে কত রাকাত নামায বলতে না পারলে তালাক

প্রশ্ন: ০৩/৪৯- এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীদের বললেন তোমাদের মধ্যে যার এতটুকু জানা নেই; "রাত দিনে কত রাকাত নামায ওয়াজিব আমি তাকে তালাক দিলাম।" একজন বললেন, বিশ রাকাত। দ্বিতীয়জন বললেন, সতের রাকাত। তৃতীয়জন বললেন, পনের রাকাত। চতুর্থজন বললেন, এগার রাকাত। এখন কোন স্ত্রী তালাক থেকে বেঁচে গেলেন?

উত্তর:- চার জন স্ত্রীই তালাক থেকে বেঁচে গেছেন। আর বেঁচে যাওয়ার ধরণ এই, যিনি বিশ বলেছেন তিন রাকাত বিতর মিলিয়ে বলেছেন। যিনি সতের বলেছেন ঠিক বলেছেন। আর যিনি পনের বলেছেন জুমআর দিনের নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং যিনি এগারো বলেছেন সফরের দিনের নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[৫৭]

---

[৫৬] . ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৩০২.

امرأة رفعت من كيس زوجها درهما فاشترت به لحما، فخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها الزوج: إن لم تردى على ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق، فمضى اليوم، وقع الطلاق لوجود شرطه، وإن أراد الحيلة للخروج عن اليمين: تأخذ المرأة كيس اللحام وتسلم إلى الزوج.

"فتاوى قاضيخان" ٣٠٢/٧ كتاب الطلاق، باب التعليق.

[৫৭] . বাদায়েউস সানায়ে ১/২৫৭, ৬০৩, ৬০৯.

فَإِنْ كان مُقِيمًا فَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا سَبْعَةَ عَشَرَ_ وَإِنْ كان مُسَافِرًا فَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا فِي حَقِّهِ إحْدَى عَشْرَةَ عِنْدَنَا_ وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِهَا فَمِقْدَارُهَا رَكْعَتَانِ_ قال أَصْحَابُنَا الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا .

"بدائع الصنائع" ٢٥٧/١ كتاب الصلاة/ فصل في عددها وعدد ركعتها. ٢٥٧/١ كتاب الصلاة/ فصل في عددها وعدد ركعتها. ٦٠٣/١ كتاب الصلاة، مقدار الجمعة وبيان ما يفسد. ٦٠٩/١ كتاب الصلاة، الوتر وعلى من يجب وبيان مقداره.

কেউ মুখে খাবার নিলে বলল; তুমি খেলে আমার স্ত্রী তালাক

প্রশ্ন: ০৪/৫০- একজন খাওয়ার জন্য মুখে খাবার নিলেন। এরই মধ্যে কেউ এসে বললেন; তুমি উক্ত খাবার খেলে বা ফেলে দিলে আমার স্ত্রী তিন তালাক। এখন কী সমাধান?

উত্তর:- এ পদ্ধতির সমাধান হল, অর্ধেক লোকমা খেয়ে নিবেন; আর অর্ধেক লোকমা ফেলে দিবেন। তবে তালাক হবে না।[৫৮]

পাত্রে অর্ধেক হালাল; অর্ধেক হারাম; রান্না না করলে তালাক

প্রশ্ন: ০৫/৫১- এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, পাত্রে তুমি অর্ধেক হালাল এবং অর্ধেক হারাম জিনিস রান্না না করলে তুমি তিন তালাক। এখন বাঁচার উপায় কি?

উত্তর:– পাত্রে মদ ঢেলে এবং তার মধ্যে ডিম দিয়ে রান্না করলে তালাক হবে না।[৫৯]

---

[৫৮] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৪৮৮, আলইনায়া ৪/১০৩.

وإذا أَضَافَهُ إِلَى الشَّرْطِ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

"الفتاوى الهندية" ٤٨٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع: في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الثالث.

(وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الشَّرْطِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ.

"العناية" ١٠٣/٤ كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق.

[৫৯] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৪৮৮, আলইনায়া ৪/১০৩.

وإذا أَضَافَهُ إِلَى الشَّرْطِ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

"الفتاوى الهندية" ٤٨٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع: في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الثالث.

(وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الشَّرْطِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ.

"العناية" ١٠٣/٤ كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق.

বর্শার ফলায় সহবাস না করলে তিন তালাক

প্রশ্নঃ ০৬/৫২- এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, আমি বর্শার ফলার উপর তোমার সাথে সহবাস না করলে তুমি তিন তালাক। এর কী সমাধান?

উত্তরঃ- এর সমাধান হল, ঘরের ছাদ ছিদ্র করে বর্শার ফলা তার মধ্য দিয়ে বের করবেন। আর তার উপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করবেন। তবে তালাক হবে না।[৬০]

নামাযে ইমাম, মুআযযিনের স্ত্রী হারাম

প্রশ্নঃ ০৭/৫৩- ইমাম, মুআযযিন এবং মুসল্লিগণ মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। একজন ব্যক্তি উক্ত মসজিদে আগমন করতেই ইমাম; মুআযযিনের স্ত্রীদ্বয় তাদের উপর হারাম হলেন। আর মুকতাদিগণের উপর রাষ্ট্রীয় শাস্তি আবশ্যক হল। আর তিনি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলারও ক্ষমতা রাখেন। এটা কিভাবে হতে পারে?

উত্তরঃ- এক ব্যক্তির দু' জন স্ত্রী ছিল। তিনি কোথাও সফরে গিয়েছিলেন। সফরে অনেক দিন সময় অতিবাহিত হলে তার স্ত্রীদ্বয় চাইলেন অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করবেন। তারা হিলা করে বিচারক থেকে অনুমতি গ্রহণ করলেন। তারা বললেন; আমাদের স্বামী সফরে গিয়ে মারা গেছেন। এখন আমাদের অনুমতি দিলে বৈবাহিক চুক্তি থেকে মুক্ত হব। আর অন্যজনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। বিচারক তাদের স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে স্বাক্ষী চাইলে উক্ত দু' ব্যক্তি বিচারকের নিকট মিথ্যা স্বাক্ষী দেন "আমাদের জানা আছে এই মহিলাদ্বয়ের স্বামী সফরে মারা গেছেন। বিচারক তাদের ভরসায় মহিলাদের অনুমতি দেন। একজন ইমামকে দ্বিতীয়জন মুআযযিনকে বিবাহ

---

৬০ . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৪৮৮, আলইনায়া ৪/১০৩.

وإذا أَضَافَهُ إِلَى الشَّرْطِ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

"الفتاوى الهندية" ٤٨٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع: في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الثالث.

(وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى وَقْتِ الشَّرْطِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ.

"العناية" ١٠٣/٤ كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق.

করেন। আর তারা দু’ জন তাদের ঘরকে মসজিদ বানান। একদিন ইমাম ও মুআযযিন উক্ত মসজিদে নামায আদায় করছিলেন; আর উক্ত মিথ্যা স্বাক্ষীদ্বয় মুকতাদি হন। সে সময় পূর্বের স্বামী সফর থেকে ফিরে আসেন। আর তিনি জীবিত থাকায় তার স্ত্রী তারই হয়ে ইমাম, মুআযযিনের উপর হারাম হয়ে যান। আর মিথ্যা স্বাক্ষীদাতা দু’ মুকতাদি উভয়ের উপর রাষ্ট্রীয় শাস্তি আবশ্যক হয়। আর যেহেতু তাদের মালিকানা ঘর মসজিদ বানিয়েছে। তাই তিনি চাইলে শরীয়তমতে মসজিদটি ভেঙ্গে ঘর বানাতে পারবেন।[৬১]

---

[৬১]. রদ্দুল মুহতার ৬/৪৫২, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৩৩৪, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ২/৩০৯, ৩/৪৫৫, আলমাবসুত সারাখসী ১১/৩৭.

فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعْتَدُّ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمُ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَمَذْهَبُهُمَا كَمَذْهَبِنَا فِي التَّقْدِيرِ بِتِسْعِينَ سَنَةً، أَوْ الرُّجُوعِ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ إنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى حَالِهِ الْهَلَاكُ كَمَنْ فُقِدَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ فِي مَرْكَبٍ قَدْ انْكَسَرَ أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ قَرِيبَةٍ فَلَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَهَذَا بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ يُقْسَمُ مَالُهُ وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ.

"رد المحتار" ٤٥٢/٦ كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء.

لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا وِلَايَتِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مَذْكُورَةٍ فِي الْأَشْبَاهِ .

"الدر المختار" ٣٣٤/٩ كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح.

فَإِنْ عَادَ زَوْجُهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بها وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلَ له عليها._ شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ إجْمَاعًا.

"الفتاوى الهندية" ٣٠٩/٢ كتاب المفقود. ٤٥٥/٣ كتاب الشهادات، الباب الثاني عشر في الجرح والتعديل ومما يتصل بذلك.

وقد صح رجوعه عنه إلى قول علي ﷺ فإنه كان يقول ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما استحل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر وبهذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله فيقول قول علي ﷺ أحب إلي من قول عمر ﷺ وبه نأخذ أيضا لأنه تبين أنها تزوجت وهي منكوحة ومنكوحة الغير ليست من المحللات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس كما قال الله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء ٢٤] فكيف يستقيم تركها مع الثاني؟ وإذا اختار الأول المهر ولكن يكون النكاح منعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول وهو بدل بضعها فيكون مملوكا لها دون زوجها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة الأول ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة.

"المبسوط للسرخسي" ٣٧/١١ كتاب المفقود.

ঢাকায় মৃত্যুতে যশোরে স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম

প্রশ্ন: ০৮/৫৪- ঢাকাতে এক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় যশোরের একজন মহিলা তার স্বামীর উপর হারাম হন কিভাবে?

উত্তর:- যায়েদ নিজের মেয়েকে যশোরে নিজের গোলামের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। আর নিজে ঢাকাতে এসে মারা যান। এই গোলাম পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে মেয়ের গোলাম হন। আর বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।[৬২]

---

[৬২] . ফাতহুল কাদীর ৩/৩৮৭, আলইনায়া ৩/৩৮৮, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৩৪৮, আসসিরাজী ১৬-১৭, বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৫৫.

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا. وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح وكذا إذا كانت الأمة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه.

فتح القدير ٣٨٧/٣ كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق.

وَقَوْلُهُ : (وَإِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ) وَاضِحٌ إِلَّا أَلْفَاظًا نُنَبِّهُ عَلَيْهَا . قَوْلُهُ : (لِصِحَّةِ الْعِتْقِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْآمِرِ. وَقَوْلُهُ : (أَعْتِقْ طَلَبَ التَّمْلِيكِ مِنْهُ) تَقْدِيرُهُ أَعْتِقْ عَبْدَك الَّذِي هُوَ لَك فِي الْحَالِ عِنْدَ بَيْعِك لِي إِيَّاهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنِّي، فَيَكُونُ أَمْرًا بِإِعْتَاقِ عَبْدِ الْآمِرِ عَنْهُ.... وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْأَمْرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا.

العناية ٣٨٨/٣ كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق.

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا وَلَا الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا وإذا اعْتَرَضَ مِلْكُ الْيَمِينِ على النِّكَاحِ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِأَنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ أو شِقْصًا منه.

"الفتاوى الهندية" ٣٤٨/١ كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن.

تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة....ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

"السراجي" ١٦-١٧ الحقوق المتعلقة بتركة الميت.

وراجع أيضا "بدائع الصنائع ٢٥٥/٢ كتاب النكاح، فصل ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه.

কসম অধ্যায়

সহবাসের গোসল না করেও নামায কিভাবে পড়ে?

প্রশ্ন: ০১/৫৫- এক ব্যক্তি কসম খেলেন "আজ পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাতের সাথে পড়ব।" এরপর নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বললেন আজকের দিনে গোসল করব না। পানি বিদ্যমান এবং সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর:- ফজর, যোহর এবং আসরের নামায জামাতের সাথে পড়েন। এরপরে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন। আর সূর্যাস্তের পর গোসল করেন। আর মাগরিব ও ইশার নামায জামাতের সাথে আদায় করেন। অতএব তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করেছেন। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে দিনেও গোসল করেন নি।[৬৩]

"আজ চার রাকাত নামায পড়ব" কসম করলে নামায পড়বে কিভাবে?

প্রশ্ন: ০২/৫৬- এক ব্যক্তি কসম খেলেন "আজকের দিনে চার রাকাতই নামায পড়ব।" কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- মুসাফির ফজরের নামায পড়ে সফরে বের হয়েছেন। যোহর ও আসরের নামাযে দু' দু' রাকাত কসর পড়েছেন।[৬৪]

---

[৬৩] . বাদায়েউস সানায়ে ৩/৭৯, ৮২.

عن أبي يُوسُفَ أَنَّ اللَّيْلَةَ لَا تَدْخُلُ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ على النَّهَارِ وَلَا ضَرُورَةَ تُوجِبُ إدْخَالَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ.

وَلَوْ قال لِامْرَأَتِهِ يوم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا لَا يَكُونُ لها من الْأَمْرِ شَيْءٌ لِأَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ في حَالِ ذِكْرِ الأمر يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْوَقْتَ لَا مَحَالَةَ وهو الْمَجْلِسُ.

"بدائع الصنائع" ٧٩/٣، ٨٢ كتاب الأيمان، فصل في الحالف على الكلام.

[৬৪] . আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/১০৩.

وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ في الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَانِ

"الفتاوى الهندية" ١٩٩/١ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر.

কসম করল নামায রোযা করব না; হত্যার পরও কেসাসও হল না

প্রশ্ন: ০৩/৫৭- এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বললেন, নামায পড়; রোযা রাখ; মদ পান কর না; হারাম জিনিস খাবে না; হত্যা কর না। মহিলা তার বিপরীতে কসম খান, আমি নামায পড়ব না; রোযা রাখবো না; তিনি মদ পান করলেন; মৃত প্রাণীর গোশতও খেলেন এবং হত্যাও করলেন। এখন তার উপর কেসাস হল না হদও এল না কিভাবে?

উত্তর:- মহিলাটি মুসাফির ও নেফাসী ছিলেন। তার উপর নামায ও রোযা ফরয ছিল না। তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং মদ ও মৃত প্রাণী জীবন ধারণ পরিমাণ খাওয়া তার জন্য হালাল হয়ে যায়। আর হারবী কাফেরকে হত্যা করার জন্য তার উপর হদ ও কেসাস আসে নি।[৬৫]

কুরআন পড়ব না বলে কসম করলে নামায কিভাবে পড়বে?

প্রশ্ন: ০৪/৫৮- এক ব্যক্তি কসম খেলেন “আজ কুরআন পড়ব না” এখন নামায কিভাবে পড়বে?

إذا جاوز المقيم عمران مصره قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل أو مشى الأقدام يلزمه قصر الصلاة ويرخص له ترك الصيام.

"فتاوى قاضيخان" ١٠٣/٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر.

৬৫ . সুরা বাকারা আয়াত ১৭৩, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৯২, ১৯৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক ৭/২২২.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

سورة البقرة الآية: ١٧٣.

منها أَنْ يَسْقُطَ عن الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْضِي._ الْأَحْكَامُ التي تَتَغَيَّرُ بِالسَّفَرِ هِيَ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَابَاحَةُ الْفِطْرِ._ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ بِحَرْبِيٍّ دخل دَارَنَا بِأَمَانٍ.

"الفتاوى الهندية" ٩٢/١ كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. ١٩٨/١ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر. ٦/٦ كتاب الجنايات، الباب الثاني فيمن يقتل قصاصا ومن لا يقتل.

لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر حربي.

"تبيين الحقائق" ٢٢٢/٧ كتاب الجنايات باب ما يوجب القود وما لا يوجبه.

উত্তর:- জামাতের সাথে নামায আদায় করবে। কারো ইকতিদা করলে কিরাত পড়তে হবে না। গোনাহগারও হবে না।[৬৬]

"সন্ধ্যায় খাবার খাবো না" কসমে কিভাবে ইফতার করবে?

প্রশ্ন: ০৫/৫৯- এক ব্যক্তি রমযান মাসে কসম করলেন, সন্ধ্যার খাবার খাবো না। এরপর ইফতারের সময় তিনি কিভাবে ইফতার করবেন?

উত্তর:- অর্ধেক রাতে খাবার খাবেন। কারণ তাকে সন্ধ্যার খাবার বলে না; সাহরী বলে। এমনইভাবে কেউ বললেন; আমি সকালের খাবার খাবো না; তবে তিনি দ্বি-প্রহরে খেলে গোনাহগার হবেন না।[৬৭]

দন্ডবিধি অধ্যায়

চারজনে যিনা করার পরও চারজনের শাস্তি ভিন্ন

প্রশ্ন: ০১/৬০- এক মহিলার সাথে চার ব্যক্তি যিনা করেছেন। এতদা সত্ত্বেও শরীয়ত তার মধ্যে প্রথমজনকে ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়জনকে পাথর মেরে হত্যা করেছেন। তৃতীয়জনকে একশত বেত্রাঘাত করেছেন। চতুর্থজনকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত মেরেছেন।

---

[৬৬] . শরহু মা'আনিল আসার ১/১৫৯ হা. ১১৯০, আলমুআত্তা মালেক পৃ. ২৯ হা. ২২৮.

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا.

"شرح معاني الاثار" ١٥٩/١ رقم ١١٩٠. وراجع أيضا "الموطا للإمام مالك ص. ٢٩، رقم: ٢٢٨.

[৬৭] . বাদায়েউস সানায়ে ৩/১১০-১১১.

وَقْتُ الْغَدَاءِ من طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْغَدَاءَ عِبَارَةٌ عن أَكْلِ الْغُدْوَةِ وما بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ لَا يَكُونُ غُدْوَةً وَالْعَشَاءُ من وَقْتِ الزَّوَالِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ من أَكْلِ الْعَشِيَّةِ وَأَوَّلُ أَوْقَاتِ الْعِشَاءِ ما بَعْدَ الزَّوَالِ وقد رُوِيَ أَنَّ النبي صلى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وفي عُرْفِ دِيَارِنَا الْعِشَاءُ ما بَعْدَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَأَمَّا السُّحُورُ فما بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

"بدائع الصنائع" ١١٠/٣-١١١ كتاب الأيمان، ألفاظ اليمين المنعقدة، الحلف على الأكل والشرب.

উত্তর:- প্রথমজন পাগল, দ্বিতীয়জন বিবাহিত, তৃতীয়জন অবিবাহিত এবং চতুর্থজন গোলাম।[৬৮]

স্বাধীন অধ্যায়

রাস্তায় দাস মালিক হন

প্রশ্ন: ০১/৬১- একজন দাস ও তার মালিক রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দাস স্বাধীন হয়ে মালিক হন। আর মালিক তার দাস হন কিভাবে?

উত্তর:- মালিক হারবী কাফির ছিলেন। আর তিনি মুসলিম দাসকে দারুল হরবে ক্রয় করেছিলেন। আর তিনি হারবী দারুল ইসলামে নিরাপত্তা ব্যতিরেকে তাকে নিয়ে আসেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট

---

[৬৮] . বুখারী ২/১০১৬ হা. ৬৮৭৮, মুসলিম হাদীস ১/৫৯ হা. ১৬৭৬, সুনানে আবু দাউদ ২/৬০৪ হা. ৪৩৯৮, সুনানে তিরমিযি ১/২৬৫-২৬৬ হা. ১৪৩৬, মুসনাদে আহমাদ ৪১/২২৪ হা. ২৪৬৯৪, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ২/১৫৫, মুলতাকাল আনহুর ২/৩৩৬-৩৩৮.

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

"الصحيح للبخاري" ١٠١٦/٢ رقم ٦٨٧٨ كتاب الديات، باب قول الله:"إن النفس بالنفس "المائدة:٤٥".

وراجع أيضا "صحيح مسلم" ٥٩/١ رقم ١٦٧٦ كتاب القسمة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ.

"سنن أبي داود" ٦٠٤/٢ رقم ٤٣٩٨ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا.

وراجع أيضا "مسند أحمد بن حنبل" ٢٢٤/٤١ رقم ٢٤٦٩٤ حديث السيدة عائشة ﵂.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً.

"سنن الترمذي" ٢٦٥/١-٢٦٦ رقم ١٤٣٦ ابواب الحدود

حتى إِنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ لَا يَكُونُ زِنًا لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ.

"الفتاوى الهندية" ١٥٥/٢ كتاب الحدود، الباب الثاني: في الزنا.

الحد للمحصن رجمه في قضاء حتى يموت-ولغير المحصن مأة جلدة وللعبد نصفها.

"ملتقى الأنهر" ٣٣٦/٢-٣٣٨ كتاب المحدود.

হারবীর উপর প্রবল হলে তিনি মালিক। কিন্তু সাহেবাইনের নিকট দাস স্বাধীন হবেন। যেমন- কোন হারবী দারুল হারব থেকে নিরাপত্তা চেয়ে দারুল ইসলামে চলে এলেন। আর তিনি বাজারে গিয়ে একটি দাস ক্রয় করেন। শরীয়ত অনুযায়ী এর হুকুম হল; কোন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে কোন ব্যাপারে দারুল ইসলামে এলে কেউ তার উপর অন্যায় অত্যাচার করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি শহর থেকে বের হলে; আর কেউ তার উপর প্রবল হয়ে আটক করলে তিনি তার মালিক হবেন। এভাবে কোন দাস শহর থেকে বের হলে স্বাধীন হবেন এবং উক্ত হারবীর মালিক হবেন।[৬৯]

মহিলার দিকে তাকালে হারাম

প্রশ্ন: ০২/৬২- এক ব্যক্তি কোন মহিলার দিকে তাকালেন। আর তিনি সে সময় হারাম ছিলেন। দ্বি-প্রহরে হালাল হন। আর যোহরের সময় হারাম হন। আবার আসরের সময় হালাল হন। ইশার সময় পূণরায় হারাম হন। অর্ধরাতে আবার হালাল হন। সকালে পূণরায় হারাম হন কিভাবে?

উত্তর:- মহিলাটি কোন এক ব্যক্তির বাঁদি ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সকাল বেলা যায়েদ মহিলাটির দিকে তাকিয়েছেন তখন তিনি হারাম ছিলেন। যায়েদ দ্বি-প্রহরের সময় তাকে ক্রয় করলে হালাল হন। যোহরের সময় স্বাধীন করলে হারাম হন। আসরের সময় বিবাহ করলে হালাল হন। ইশার সময় কসম করলে হারাম হন। অর্ধরাতে কসমের কাফফারা দাস স্বাধীন করলে পুনরায় হালাল হন। সকালে আবার তালাক দিলে পুনরায় হারাম হন।[৭০]

---

[৬৯] . আলমুহিতুল বুরহানী ৭/১৬৮.

إذا دخلة الحربي دارنا بغير أمان، وأخذه واحد من المسلمين، لا يختص به الأخذ، ويكون هو فيئا لجماعة المسلمين وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: هو للآخذ، فوجه قولهما: أن الكافر الحربي في دارنا الإسلام مباح الأخذ كالحطب والحشيش والصعيد، فيختص به الآخذ كما في هذه الأشياء.

"المحيط البرهاني" ١٦٨/٧ كتاب السير، الفصل الرابع عشر في الحربي يدخل دارنا بغير أمان.

[৭০] . সুরা নূর আয়াত ৩০, সুরা বাকারা আয়াত ২২৬, তাফসীরুল মুয়াসসার সুরা নূর আয়াত ৩০, আততাফসীর বায়যাবী 4/১০4 সুরা নূর আয়াত ৩০, আততাফসীর বগবী ৯০৩ সুরা নূর ৩০, আবু দাউদ ৩/৪৮১ হাদীস নং ২১৪৯, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৫০৯.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

ইমামগণের মতভেদ অধ্যায়

একই বাচ্চা জীবিত আবার মৃত

প্রশ্ন: ০১/৬৩- একজন মহিলার বাচ্চা হয়ে মারা গেছে। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাচ্চা জীবিত জন্ম লাভ করেছিল না মৃত? তিনি উত্তর দিলেন; ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী জীবিত। আর ইমাম মালিক রহ. এর মতানুযায়ী মৃত। এ মাসআলার পদ্ধতি কি?

উত্তর:- বাচ্চাটি জন্ম গ্রহণের পর হাত পা নাড়িয়ে মারা যান। হাত পা নাড়ানো, পলক ফেলা ও চোখ ফিরানো ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট

سورة النور الآية ٣٠.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

سورة البقرة الآية: ٢٢٦.

قل أيها النبي للمؤمنين يَغُضُّوا مِن أبصارهم عمَّا لا يحلُّ لهم من النساء والعورات.

"تفسير الميسر" سورة النور الآية ٣٠.

{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} أي ما يكون نحو محرم {ويحفظوا فروجهم} إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.

"التفسير للبيضاوي" ١٠٤/٤ سورة النور ٣٠.

وقيل: هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه.

"التفسير للبغوي" ٩٠٣ سورة النور ٣٠.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ».

"سنن أبي داود" ٤٨١/٣ رقم ٢١٤٩ كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر.

الْإِيلَاءُ مَنْعُ النَّفْسِ عن قُرْبَانِ الْمَنْكُوحَةِ مَنْعًا مُؤَكَّدًا بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ أو غَيْرِهِ من طَلَاقٍ أو عَتَاقٍ أو صَوْمٍ أو حَجٍّ أو نَحْوِ ذلك مُطْلَقًا أو مُؤَقَّتًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ في الْحَرَائِرِ وَشَهْرٍ في الْإِمَاءِ من غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا وَقْتٌ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا فيه من غَيْرِ حِنْثٍ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ قَرِبَهَا في الْمُدَّةِ حَنِثَ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ في الْحَلِفِ بِاَللَّهِ سَوَاءٌ كان الْحَلِفُ بِذَاتِهِ أو بِصِفَةٍ من صِفَاتِهِ يَحْلِفُ بها عُرْفًا.

"الفتاوي الهندية" ٥٠٩/١ كتاب الطلاق، الباب السابع: في الإيلاء.

জীবনের চিহ্ন। আর ইমাম মালেক রহ. এর নিকট উচ্চ আওয়াযে কান্না না করলে জীবিতের বিধান হবে না।[৭১]

একটি বাচ্চা দু' মাসে কিভাবে জন্ম নেয়?

প্রশ্ন: ০২/৬৪- একটি বাচ্চার জন্ম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট রমযানে হয়েছে। আর আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট শাওয়াল মাসে। এটা কি হতে পারে?

উত্তর:- একটি বাচ্চা রমযান শেষে ঊনত্রিশ দিন শেষ হলে জন্মগ্রহণ করে। আর সে রাতে কেউ চাঁদ দেখেন নি। দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেই তারা চাঁদ দেখতে পান। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট এ চাঁদ আগামী রাতের। অতএব তা রমযান মাস। সে দিন রোযা নষ্ট করা হালাল নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। সুতরাং তা শাওয়াল মাস।[৭২]

একই ব্যক্তি রোযাদার; আবার রোযাদার নয়

প্রশ্ন: ০৩/৬৫- একই ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী রোযাদার। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতানুযায়ী রোযাদার নয় কিভাবে?

উত্তর:- তিনি সুবহে সাদিক হওয়ার পর রোযার নিয়ত করেছেন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী তিনি রোযাদার। কেননা ইমাম আবু

---

[৭১] . আলমাউসু'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা ৪/১৩০.

وَيَخْتَلِفُهُ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِالِاسْتِهْلَال، فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى الصِّيَاحِ، وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَوْسَعَ مِنْ ذَلِكَ وَأَرَادَ بِهِ كُل مَا يَدُل عَلَى حَيَاةِ الْمَوْلُودِ، مِنْ رَفْعِ صَوْتٍ، أَوْ حَرَكَةِ عُضْوٍ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ.

"الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٣٠/٤ استهلال، التعريف.

[৭২] . মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ২/৯ মাসআলা নং ৪৮৫.

قال أبو حنيفة إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلته المستقبلة ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده وهو قول مالك ومحمد والشافعي وقال أبو يوسف والثوري إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية وبعد الزوال لليلته المستقبلة.

"مختصر اختلاف العلماء" ٧/٢ رقم المسئلة ٤٨٥ في الهلال يرى نهارا.

হানিফা রহ. এর নিকট রমযানে রোযার নিয়ত রাতে করা শর্ত নয়। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে রমযানে রোযার নিয়ত রাতে করা শর্ত।[৭৩]

একজন মহিলা কুমারী; আবার কুমারী নয়

প্রশ্ন: ০৪/৬৬- একজন মহিলা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী কুমারী। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতানুযায়ী কুমারী নয়। এটি কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- যে মহিলার যেনার দ্বারা কুমারিত্ব দূরীভূত হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি অসিয়ত করলেন, এই দশ টাকা অমুক কুমারীকে দিন, তবে তিনি এই অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতানুযায়ী তিনি কুমারী নন এবং অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৭৪]

---

[৭৩]. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ২/৯-১০ মাসআলা নং ৪৮৭.

قال أصحابنا إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية لكل يوم تجدد ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل...وقال الشافعي لا يجزىء كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزىء صوم التطوع قبل الزوال.

"مختصر اختلاف العلماء" ٢/٩-١٠ رقم المسئلة ٤٨٧ كتاب الصوم، فيمن لم ينو صوم رمضان، أو نوى قبل الزوال.

[৭৪]. ফাতহুল কাদীর ৩/২৬২, আলইনায়া ৩/২৬২, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা ১৫/৬৬-৬৭.

وإن زالت بزنا مشهور أو وطء بشبهة أو نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاقا وإن زالت بزنا غير مشهور فهو محل الخلاف فعندهما والشافعي تزوج كالثيب وعنده كالبكر.

"فتح القدير" ٣/٢٦٢ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء.

وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا لِأَنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيقَةً) إذْ الثَّيِّبُ مَنْ يَكُونُ مُصِيبُهَا عَائِدًا إلَيْهَا مُشْتَقٌّ مِنْ الْمَثُوبَةِ وَهِيَ الثَّوَابُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهَا لِأَنَّهَا مَرْجُوعٌ إلَيْهَا فِي الْعَاقِبَةِ، .... (وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّاسَ عَرَفُوهَا بِكْرًا) وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ السُّكُوتَ رِضًا بِعِلَّةِ الْحَيَاءِ.

"العناية" ٣/٢٦٢ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء.

وراجع أيضا "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٥/٦٦-٦٧ ثيوبة، الحكم الإجمالي ومواطن البحث.

একই চিঠি পড়েছেন; আবার পড়েন নি

প্রশ্ন: ০৫/৬৭- আদনান একটি চিঠি রাশেদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; রাশেদের চিঠি আপনি পড়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতানুযায়ী পড়েছি। আর আবু ইউসুফ রহ. এর মতানুযায়ী পড়ি নি। এটা কিভাবে?

উত্তর:- রাশেদ তার উপর নযর দিয়েছেন। কিন্তু ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ান নি। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ পদ্ধতিকে সঠিক বলেন। যেমন এক ব্যক্তি কসম খেলেন, অমুক ব্যক্তির চিঠি পড়ি নি। আর উক্ত চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়ে বিষয়বস্তু জেনে নেন। তবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর নিকট তিনি গোনাহগার। কেননা তিনি এ পদ্ধতিকে সঠিক বলেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট ঠোঁট ও জিহ্বা না নাড়ালে গোনাহগার হবেন না এবং এ পদ্ধতিকে সঠিকও বলেন না।[৭৫]

[৭৫] . বাদায়েউস সানায়ে ৪/১১৭-১১৮, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯২, ২/১১৫.

قال هِشَامٌ قُلْت لِمُحَمَّدٍ فما تَقُولُ إذَا حَلَفَ لَا يَقْرَأُ لِفُلَانٍ كِتَابًا فَنَظَرَ في كِتَابِهِ حتى أتى آخِرَهُ وَفَهِمَهُ ولم يَنْطِقْ بِهِ قال سَأَلَ هَارُونُ أَبَا يُوسُفَ عن ذلك وقد كان أُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ منه فقال لَا يَحْنَثُ وَلَا أَرَى أنا ذلك وقد رَوَى خَلَفُ بن أَيُّوبَ وَدَاوُد بن رَشِيدٍ وابن رُسْتُمَ أَيْضًا عن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَحْنَثُ فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ الْحَقِيقَةَ لِأَنَّهُ لم يَقْرَأْهُ حَقِيقَةً إذْ الْقِرَاءَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ بِالْحُرُوفِ ولم يُوجَدْ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ الْقَادِرَ على الْقِرَاءَةِ إذَا لم يُحَرِّكْ لِسَانَهُ بِالْحُرُوفِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَكَذَا لو حَلَفَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً من الْقُرْآنِ فَنَظَرَ فيها وَفَهِمَهَا ولم يُحَرِّكْ لِسَانَهُ لم يَحْنَثْ وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ وَمَعَانِي كَلَامِ الناس وَهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِمِثْلِ هذه الْيَمِينِ الِامْتِنَاعَ عن الْوُقُوفِ على ما في الْكِتَابِ وقد وَقَفَ على ما فيه فَيَحْنَثُ.

"بدائع الصنائع" ١١٧/٤-١١٨ كتاب الأيمان، فصل في الحالف على الكلام.

رَجُلٌ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لَا يَلْزَمُهُ السَّجْدَةُ بِتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَجِبُ إذَا صَحَّحَ الْحُرُوفَ وَحَصَلَ بِهِ صَوْتٌ سمع هو أو غَيْرُهُ إذَا قَرَّبَ أُذُنَهُ إلَى فَمِهِ._ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فُلَانٍ فَنَظَرَ في كِتَابِهِ وَفَهِمَ ما فيه لَا يَحْنَثُ في قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

"الفتاوى الهندية" ١٩٢/١ كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة. ١١٥/٢ كتاب الأيمان باب في اليمين على الكلام.

বিবিধ অধ্যায়

ডানে সালামে নামায নষ্ট, বামে সালামে যাকাত আবশ্যক

প্রশ্ন: ০১/৬৮- এক ব্যক্তি নামাযে ছিলেন, ডান দিকে সালাম ফেরালে নামায নষ্ট হয়। আর বাম দিকে সালাম ফেরালে তার যাকাত আবশ্যক হয়। আর আসমানের দিকে তাকালে রোযা আবশ্যক হয়। পিছনে দেখলে গোলাম স্বাধীন হয়। জমিনে বসে পড়লে তার হজ ফরয হয়। সামনে নযর দিলে তার স্ত্রী হারাম হয়। এগুলো কিভাবে হয়?

উত্তর:- তায়াম্মুমকারী নামাযে ছিলেন। ডান দিকে সালাম ফিরালে তার নযর পানিতে পড়ে নামায নষ্ট হয়। বাম দিকে সালাম ফিরালে তার অংশীদার সফর থেকে সম্পদসহ ফেরত আসা দেখে যাকাত ওয়াজিব হয়। আর আসমানের দিকে তাকালে রমযানের চাঁদ দেখে রোযা আবশ্যক হয়। পিছনে তার মালিকানায় মাতা পিতা দেখতেই তারা স্বাধীন হন। আর ধনবান ব্যক্তি জমিনের উপর বসে দেখেন, তার ও মক্কার মধ্যে তিন মঞ্জিল দূরত্ব হওয়ায় হজ আবশ্যক হয়। সামনে তার নযর উত্তেজনার সাথে স্ত্রীর মাতার লজ্জাস্থানে পড়ায় স্ত্রী তার উপর হারাম হন।[৭৬]

---

[৭৬] . মুলতাকাল আবহুর ১/২৮৫, ফাতাওয়া কাযীখান ৭/৮৩, ১২৩, ১৭২, ২১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৩/৪৬৭.

وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديراً ملكاً تاماً.

"ملتقى الأبحر" ٢٨٥/١ كتاب الزكاة.

والمتيمم اذا وجد الماء.....فسدت صلاته._ رجل رأى هلال الفطر فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم ._ الحج مرة واحدة فرضية عند استجماع الشرائط... ومن الشرائط الاستطاعة._ ولو نظر إلى فرج امرأة عن شهوة وراء ستر رقيق أو رجاج يستبين فرجها تثبت حرمة المصاهرة.

"فتاوى قاضيخان" ٨٣/٧ كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة. ١٢٣/٧ كتاب الصوم، الفصل الأول. ١٧٢/٧ كتاب الحج. ٢١٩/٧ كتاب النكاح، باب في المحارمات.

মা ছাড়া জন্ম হয়?

প্রশ্ন: ০২/৬৯- কোন ব্যক্তি মা ছাড়া জন্ম লাভ করে মারাও গেছেন। আর কোন ব্যক্তি মায়ের গর্ভে জন্ম হয়ে এখনও মারা যান নি।

উত্তর:- প্রথমজন হযরত আদম আলাইহিস সালাম যিনি আল্লাহ তা'আলার কুদরতে বাবা মা ছাড়া জন্ম লাভ করেছেন। আর দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের মাধ্যমে জন্ম; এখনও আসমানে জীবিত রয়েছেন।[৭৭]

وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ من يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه بِالشِّرَاءِ أو بِقَبُولِ الْهِبَةِ أو الصَّدَقَةِ أو الْوَصِيَّةِ أو بِالْإِرْثِ يَعْتِقُ عليه.

"بدائع الصنائع" ٤٦٧/٣ كتاب الإعتاق، فصل في ركن الإعتاق.

৭৭ . সুরা নিসা আয়াত ১৫৭-১৫৮, সুরা আলে ইমরান আয়াত ৫৫, আততাফসীর সামআনী ১/৩২৬ সুরা আলে ইমরান আয়াত ৫৯, আততাফসীর লিল খাযিন ১/২৫৩, সুরা আলে ইমরান: ৫৯

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨).

سورة النساء الآية ١٥٧-١٥٨.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

سورة آل عمران الآية ٥٥.

فقوله: (إن مثل عيسى) أي: صفة عيسى (عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)، يعني: إن خلق عيسى بلا أب مثل خلق آدم بلا أب، ولا أم، وخلق عيسى بلا أب ليس بأبدع من خلق آدم بلا أب ولا أم.

"التفسير للسمعاني" ٣٢٦/١ سورة آل عمران ٥٩.

(أي في الخلق والإنشاء في كونه خلقه من غير أب كمثل آدم في كونه خلقه من تراب من غير أب وأم، ومعنى الاية أن صفة خلق عيسى من غير أب كصفة آدم في كونه خلقه من تراب لا من أب وأم، فمن أقر بأن الله خلق آدم من التراب اليابس وهو أبلغ في القدرة، فلم لا يقر بأن الله خلق عيسى من مريم من غير أب بل الشأن في خلق آدم أعجب وأغرب وتم الكلام عند قوله كمثل آدم لأنه تشبيه كامل ثم قال تعالى: خلقه من تراب فهو خير مستأنف على جهة التفسير لحال خلق آدم في كونه خلقه من تراب أي قدره جسداً من طين).

"التفسير للخازن"٢٥٣/١ سورة آل عمران الآية: ٥٩.

ইবরাহিম আ. এর আগুন; আর মুসা আ. এর সাপ দেখা কি এক?

প্রশ্ন: ০৩/৭০- হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সাপ হলে তিনি তা দেখে ভয় পান। আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নমরূদের আগুন প্রজ্বলিত আগুন দেখে কেন ভয় পান নি?

উত্তর:- মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় কোন মাধ্যম ব্যতিত সাপ হয়। আর তিনি তা দেখে ভয় পান। বাস্তবে তা আল্লাহ তা'আলার ভয় ছিল। কিন্তু আগুন প্রজ্বলন মানুষের কাজ। আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর নির্ভয় থাকার এটাও কারণ।[৭৮]

---

[৭৮] . সুরা ত্বহা আয়াত ২০, আততাফসীরুল মুয়াসসার সুরা ত্বহা আয়াত ২০, আততাফসীর সা'দী সুরা ত্বহা ২০, আততাফসীর ইবনে কাসীর সুরা আম্বিয়া আয়াত ৬৮.

{فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠)} فألقاها موسى على الأرض، فانقلبت بإذن الله حية تسعى، فرأى موسى أمرًا عظيمًا وولى هاربًا.

"التفسير الميسر" سورة طه الآية ٢٠.

انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. "التفسير للسعدي" سورة طه: ٢٠

فلما ألقوه قال: "حسبي الله ونعم الوكيل"، كما رواه البخاري، عن ابن عباس أنه قال: "حسبي الله ونعم الوكيل" قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: ١٧٣]. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لما ألقي إبراهيم، عليه السلام، في النار قال: اللهم، إنك في السماء واحد، وأنا في الأرض واحد أعبدك". ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد، ولك الملك، لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي: كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء، فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا [وأما من الله فبلى]

"التفسير لابن كثير" سورة الأنبياء الاية ٦٨.

ফারায়েয অধ্যায়

চারজন স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পদ চার রকম কেন পায়?

প্রশ্ন: ০১/৭১- এক ব্যক্তি চারজন স্ত্রী রেখে মারা যান। একজন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মহর এবং মিরাস নিলেন। দ্বিতীয়জন মহরও পেলেন না পরিত্যক্ত সম্পত্তিও না। তৃতীয়জন মহর পেলেন; পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেন। চতুর্থজন পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেলেন; মহর থেকে বঞ্চিত হলেন কেন?

উত্তর:- যে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও মহর থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি বাঁদি। তার মালিক তাকে বের করে দিয়েছেন এবং তার মহর স্বামী থেকে তার জন্য গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন আর মহর পাবেন না। আর তিনি বাঁদি হওয়ায় পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত। আর যে স্ত্রী মহর পেয়েছেন, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত; তিনি খৃস্টান (আহলে কিতাব)। তিনি মুসলিমের বিবাহে থাকায় মহর পেয়েছেন। কিন্তু কাফের হওয়ায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। আর যে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়েছেন; তবে মহর থেকে বঞ্চিত; তিনিও বাঁদি। তার মালিক তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। মহর পাওয়ার পর তাকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাবেন। আর যে স্ত্রী মহর এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেলেন তিনি স্বাধীন মুসলিমা।[৭৯]

---

৭৯ . সুরা নিসা আয়াত ৪, বুখারী ২/১০০১ হা. ৬৭৬৪, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১২/২৭৬, রদ্দুল মুহতার ৪/১৩৩, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৩৯৮, ৬/৪৪৬.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

سورة النساء الآية ٤.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

"صحيح البخاري" ١٠٠١/٢ رقم ٦٧٦٤ كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

ونصيب الزوجة: الربع مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن فلها معهم الثمن بكل حال واحدة أو أكثر يشتركين في ذلك.

"الفتاوى البزازية" ٢٧٦/١٢ كتاب الفرائض، الفصل الأول: في أصحاب الفرائض.

وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ ، وَلَا يَأْكُلَ ذَبِيحَتَهُمْ إلَّا لِلضَّرُورَةِ.

"رد المحتار" ١٣٣/١ كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب مهم: في وطء السراري اللاتي يؤخذون غنيمة.

তিন মেয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে তিন রকম পায়?

প্রশ্ন: ০২/৭২- এক ব্যক্তি তিনটি মেয়ে রেখে মারা যান। একজন পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক-তৃতীয়াংশ মিরাস পেয়েছেন। দ্বিতীয়জন দু'-তৃতীয়াংশ আর তৃতীয়জন বঞ্চিত হয়েছেন কিভাবে?

উত্তর:- মৃত ব্যক্তি একজনের দাস ছিলেন। আর তার তিনটি মেয়ে সন্তান ছিল। তার মধ্যে দু' জন স্বাধীন আর একজন বাঁদি। দু' জন স্বাধীন হওয়ায় একজন নিজ পিতাকে ক্রয় করায় তিনিও স্বাধীন হন। কারণ আত্মীয় স্বীয় মাহরামকে ক্রয় করলেই তিনি স্বাধীন হন এবং পরে মারা যান। যেমন, তিনি স্বাধীনের পর দশ হাজার টাকা অর্জন করেছিলেন তা পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে রেখে যান। এখন এক-তৃতীয়াংশ করে স্বাধীন দু' মেয়ে পাবেন এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশও পিতাকে ক্রয় করা মেয়ে পাবেন। কেননা তিনি স্বাধীনকারীনি। অতএব একজন দু' তৃতীয়াংশ পেয়েছেন। আরেকজন এক তৃতীয়াংশ পেয়েছে। আর তৃতীয়জন বাঁদি হওয়ায় বঞ্চিত।[৮০]

كُلُّ ما وَجَبَ من مَهْرِ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى سَوَاءٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ أو بِالدُّخُولِ وَسَوَاءٌ كان الْمَهْرُ مُسَمًّى أو مَهْرُ الْمِثْلِ. الرِّقُّ يَمْنَعُ الْإِرْثَ.

"الفتاوى الهندية" ٣٩٨/١ كتاب النكاح، الباب التاسع: في نكاح الرقيق. ٤٤٦/٦ كتاب الفرائض، الباب الخامس: في الموانع.

[৮০] . সুরা নিসা আয়াত ১১, আবু দাউদ ২/৫৫০ হা. ৩৯৫১, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৬/৪৪৬, আসসিরাজী ২৮, ৪৮-৪৯.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

سورة النساء الآيه: ١١.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ».

"سنن أبي داود" ٥٥٠/٢ رقم ٣٩٥١ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم.

الرِّقُّ يَمْنَعُ الْإِرْثَ.

"الفتاوى الهندية" ٤٤٦/٦ كتاب الفرائض، الباب الخامس: في الموانع.

وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة، والثلثان للاثنتين فصاعدة._ ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له بقدر الملك، كثلاث بنات، للكبرى ثلاثون دينارا، وللصغرى عشرون دينارا، فاشترتا أباهما بالخمسين ثم مات الأب وترك شيئا، فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرض، والباقي بين مشتريتي الأب أخماسا بالولاء،ثلاثة أخماسه للكبرى، وخمساه للصغرى.

চাচাত ভাই দু' রকম সম্পত্তি কিভাবে পায়?

প্রশ্ন: ০৩/৭৩- একজন মহিলা দু' টি চাচাত ভাই রেখে মারা যান। এক ভাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তিন অংশ নেন। আর অন্যজন কিভাবে এক অংশ নেন?

উত্তর:- যে ব্যক্তি তিন অংশ পেয়েছেন তিনি মহিলাটির স্বামী। প্রথমে অর্ধাংশ নিজের স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পেয়েছেন। আর পরে দু' ভাই অর্ধেক অর্ধেক অংশ ভাগ করে নেন। তাই একজন তিন অংশ আর অন্যজন এক অংশ পেলেন।[৮১]

শ্যালক সম্পত্তি পায় কিভাবে?

প্রশ্ন: ০৪/৭৪- এক ব্যক্তি এক শ্যালক রেখে মারা যান। ভাই থাকা সত্ত্বেও সমস্ত সম্পত্তি শ্যালক কিভাবে নিয়ে যান?

উত্তর:- শ্যালক সম্পত্তি নিয়েছেন এ পদ্ধতিতে, এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে দশ হাজার টাকা মহরে বিবাহ করেন। আর তার অন্য স্ত্রী থেকে একটি ছেলে ছিল। স্ত্রীর মা ছেলেটিকে বিবাহ করেন। এরপর তার থেকে একটি ছেলে জন্ম লাভ করেন। অতএব ছেলেটি নিজ দাদার শালা হচ্ছেন। কারণ ছেলেটি নিজ দাদার স্ত্রীর ভাই এবং নিজ দাদা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নাতীও হচ্ছেন। তিনি থাকতে মৃতের ভাই বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ নাতী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাই থেকে অধিক হকদার।[৮২]

"السراجي في الميراث" ٢٨ أحوال بنات الصلب، باب معرفة الفروض. ٤٨-٤٩ أحوال العصبة مع غيره باب العصبات.

[৮১] . আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১২/২৭৬, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৬/৪৪৩.

فنصيب الزوج: النصف مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن وإن سفل فله معهم الربع بكل حال.

"الفتاوى البزازية" ٢٧٦/١٢ كتاب الفرائض، الفصل الأول: في أصحاب الفرائض.

فَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الِابْنُ ثُمَّ ابن الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ ثُمَّ ابن الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ ابن الْأَخِ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ ثُمَّ ابن الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ ابن الْعَمِّ لِأَبٍ.

"الفتاوى الهندية" ٤٤٣/٦ كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض.

[৮২] . ফাতহুল কাদীর ৩/২১০, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৬/৪৪২-৪৪৩.

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে দেরী

প্রশ্ন: ০৫/৭৫- এক দল মানুষ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করছিলেন। এর মধ্যে একজন মহিলা এসে বাঁধা দিয়ে বললেন সম্পত্তি বন্টন করবেন না; আমি গর্ভবতী। আমার মেয়ে হলে আমাকে এবং মেয়েকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দিবেন। আর ছেলে হলে আমি আর ছেলে অংশ পাবো না। এটা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর:- বাঁদিটি মৃত ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন। আর তিনি গর্ভবতী হওয়ায় মালিক তাকে বললেন; পেটের বাচ্চা মেয়ে হলে তুমি স্বাধীন। বাঁদির স্বামী বাচ্চা ভূমিষ্টের পূর্বেই মারা যান। যেমন, দশ হাজার টাকা পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে গেছেন। উত্তরসূরীরা তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। গর্ভবতী বাঁদি স্ত্রী এসে প্রতিবন্ধক হন। কারণ এ অবস্থায় গর্ভ ভূমিষ্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক। বাঁদি স্ত্রীর মেয়ে ভূমিষ্ট হলে তিনি স্বাধীন হবেন। আর এ সময় দু' জন হকদার অংশ পাবেন। আর ছেলে হলে অংশ পাবেন না; উত্তরসূরীরা বন্টন করে নিবেন।[৮৩]

وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ بِالِاتِّفَاقِ.

"الفتاوى الهندية" ٤٤٢/٦-٤٤٣ كتاب الفرائض، الباب الثاني: في ذوي الفروض، وأما النساء السابعة: الأخوات لأم.

ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَدَّمْنَا قَرِيبًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَيَتَزَوَّجَ ابْنُهُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ. وَقَدْ تَزَوَّجَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ امْرَأَةً وَزَوَّجَ ابْنُهُ بِنْتَهَا. "فتح القدير" ٢١٠/٣ كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات.

[৮৩] . আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১২/২৭৬, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৬/৪৪৬.

ونصيب الزوجة: الربع مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن فلها معهم الثمن بكل حال واحدة أو أكثر يشتركين في ذلك. "الفتاوى البزازية" ٢٧٦/١٢ كتاب الفرائض، الفصل الأول: في أصحاب الفرائض.

الْبِنْتُ وَلَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ. الرِّقُّ يَمْنَعُ الْإِرْثَ.

"الفتاوى الهندية" ٤٤٦/٦ كتاب الفرائض، الباب الثاني: في ذوي الفروض. الباب الخامس: في الموانع.

১৫ যিলকদ ১৪৪৩ হি. ১৫ জুন ২০২২ ঈ. রাত ৯: ৫৫

গ্রন্থপুঞ্জি

القرآن والتفسير

١. القرآن الكريم.

٢. التفسير للطبري- مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

٣. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- المكتبة الشاملة.

٤. التفسير لابن كثير- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٥. التفسير للبغوي- دار ابن حزم، بيروت، لبنان.

٦. التفسير للخازن- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٧. التفسير للسعدي- المكتبة الشاملة.

٨. التفسير للسمعاني- المكتبة الشاملة.

٩. التفسير للبيضاوي- دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

١٠. التفسير الميسر- المكتبة الشاملة.

الأحاديث

١١. صحيح البخاري- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٢. صحيح مسلم- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٣. سنن أبي داود- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٤. سنن الترمذي- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٥. سنن ابن ماجه- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٦. المؤطا للإمام مالك- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٧. مسند الإمام أحمد بن حنبل- مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

١٨. شرح معاني الآثار- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

١٩. السنن الكبرى للبيهقي- المكتبة الشاملة.

٢٠. منهاج السنة النبوية- المكتبة الشاملة.

٢١. إعلاء السنن- المكتبة الأشرفية ديوبند، يوفي، الهند.

الفقه والفتاوى

٢٢. الأصل- دار ابن حزم، بيروت، لبنان.

٢٣. المبسوط للسرخسي- دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢٤. الدر المختار- دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢٥. رد المحتار- دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢٦. بدائع الصنائع- مكتبة زكريا ديوبند، سهارنفور، الهند.

٢٧. فتاوى قاضيخان- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٢٨. الفتاوى البزازية- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٢٩. مختصر اختلاف العلماء- دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

٣٠. البحر الرائق- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣١. خلاصة الفتاوى- المكتبة الأشرفية، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٢. الفتاوى الهندية- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٣. الفتاوى الولوالجية- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٤. فتح القدير- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٥. تبيين الحقائق- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٦. العناية- زكريا بكدفو، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٧. المحيط البرهاني- المجلس العلمي، بيروت، لبنان.

٣٨. مجمع الأنهر- مكتبة فقيه الأمة، ديوبند، يوفي، الهند.

٣٩. ملتقى الأبحر- مكتبة فقيه الأمة، ديوبند، يوفي، الهند.

٤٠. الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.

٤١. السراجي- المكتبة الإسلامية، بنعلابازار، داكا.

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর- এর
ইফতা সমাপনকারী ছাত্রদের পরিচিতি
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ

১। মোঃ ইকরামুল কবির
পিতা: মৃত মোঃ খলিলুর রহমান
ফরম নং: ০০৪
গ্রাম: খাজুরা, তেলিধান্য পুড়া
ডাকঘর: গৌরনগর
থানা: বাঘারপাড়া
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৪৯-২১২২৪১

২। মোঃ হুজাইফা আল-জামী
পিতা: মোঃ আকতার মোল্যা
ফরম নং: ০০৫
গ্রাম: মিরপুর
ডাকঘর: বাঘারপাড়া
থানা: বাঘারপাড়া
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৭৭৮-১০৭৮০৯

৩। মানজুরুর রহমান
পিতা: ইউনুস আলী (দুলু)
ফরম নং: ০০৬
গ্রাম: রসূলপুর
ডাকঘর: চান্দুটিয়া
থানা: সদর
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৪৩-১৯৩৭৮১

৪। মোঃ যায়েদ হাসান
পিতা: মৃত মোঃ শাহাজান মোল্লা
ফরম নং: ০০৭
গ্রাম: বাউলিয়া
ডাকঘর: বহরমপুর
থানা: বাঘারপাড়া
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৮৬৫-২৬৫০৬১

৫। মোঃ এনামুল হাসান
পিতা: মোঃ আব্দুল আজিজ সরদার
ফরম নং: ০০৯
গ্রাম: শ্যামকুড়
ডাকঘর: চিনাটোলা বাজার
থানা: মনিরামপুর
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৯৩-৫১৮৮৯১

৬। মোঃ হাসানুজ্জামান
পিতা: মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা
ফরম নং: ০১০
গ্রাম: নাঘোসা
ডাকঘর: ছান্দড়া
থানা: শালিখা
জেলা: মাগুরা
মোবাইল: ০১৭০৬-৫৭২৩৭৬

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ

১। মোঃ শাহাদুল ইসলাম
পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী
ফরম নং: ০১৪
গ্রাম: পাইকুড়া
ডাকঘর: চন্ডিগড়
থানা: দুর্গাপুর
জেলা: নেত্রকোনা
মোবাইল: ০১৭৯৩-৫৪৭২১৬

২। মোঃ মাসুম বিল্লাহ
পিতা: মোঃ আব্দুল ওহাব খাঁন
ফরম নং: ০১৫
গ্রাম: মোমিনপুর
ডাকঘর: ভান্ডারখোলা
থানা: কেশবপুর
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৬১-১২৪৮০৫

৩। মোঃ আবু সাঈদ
পিতা: মোঃ আমজাদ আলী
ফরম নং: ০১৬
গ্রাম: ইত্যা
ডাকঘর: কাশিমনগর
থানা: মনিরামপুর
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৮৩-১১২০২৩

৪। মোঃ আছাদুজ্জামান
পিতা: মোঃ আশরাফ আলী
ফরম নং: ০১৭
গ্রাম: রেল রোড, আশ্রম মোড়
ডাকঘর: সদর
থানা: কোতয়ালী
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৫৭১-৪৫৫৫৭৪

৫। মোঃ ইমাম হুসাইন
পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী
ফরম নং: ০১৯
গ্রাম: রামনগর
ডাকঘর: রাজারহাট
থানা: কোতয়ালী
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৪০৫-২৪০৯৩১

৬। আবু রাইহান
পিতা: মোঃ ইসরাঈল গাজী
ফরম নং: ০২১
গ্রাম: মাহিদিয়া
ডাকঘর: রুদ্রপুর
থানা: কোতয়ালী
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৭৭৯-১৩৪৪৯২

৭। আমিমুল এহসান তামিম
পিতা: আশিকুর রহমান
ফরম নং: ০২২
গ্রাম: সিটি কলেজ পাড়া
ডাকঘর: সদর
থানা: কোতয়ালী
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৬২৯-৯৪৭৫৬৬

৮। মোঃ হুসাইন বিন তারীক
পিতা: মোঃ তরিকুল ইসলাম
ফরম নং: ০২৩
গ্রাম: বাহাদুরপুর
ডাকঘর: নতুন উপশহর
থানা: কোতয়ালী
জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৭৮৫-৮৪৪৮৩৩

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

১। মোঃ মুদ্দাচ্ছির পিতা: মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ফরম নং: ০২৬ গ্রাম: সিটি কলেজ পাড়া, ৯১ বারান্দী ডাকঘর: সদর থানা: কোতয়ালী জেলা: যশোর	২। মোঃ ত্বলহা জুবায়ের পিতা: মুফতি আব্দুর রশিদ রহ. ফরম নং: ০২৭ গ্রাম: শেখহাটি, জামরুলতলা ডাকঘর: শিক্ষাবোর্ড থানা: কোতয়ালী জেলা: যশোর মোবাইল: ০১৯৭৪-৪৩২৮৯২
৩। মোঃ মু'তাসিম বিল্লাহ মাহির পিতা: মোঃ বদরুজ্জামান ফরম নং: ০২৮ গ্রাম: পাকশিয়া ডাকঘর: পাকশিয়া থানা: শার্শা জেলা: যশোর মোবাইল: ০১৯৯০-৫৫৫০১৬	৪। জুবায়ের আহমাদ পিতা: খায়রুল ইসলাম ফরম নং: ০২৯ গ্রাম: চাকুন্দিয়া ডাকঘর: চুকনগর থানা: ডুমুরিয়া জেলা: খুলনা মোবাইল: ০১৯১৩-১১১২২০
৫। আব্দুল্লাহ পিতা: মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ফরম নং: ০৩০ গ্রাম: কমলাপুর ডাকঘর: গজালিয়া থানা: পাইকগাছা জেলা: খুলনা মোবাইল: ০১৯৫৭-১৪৮২২৩	৬। মোঃ আমিরুল ইসলাম পিতা: ফজলুল করীম ফরম নং: ০৩১ গ্রাম: রায়পুর ডাকঘর: রায়পুর থানা: বাঘারপাড়া জেলা: যশোর মোবাইল: ০১৭৮৯-৩৫০৯৯২
৭। ইয়াকুব আহমাদ পিতা: মোবারক গাজী ফরম নং: ০৩২ গ্রাম: নতুন খয়ের তলা ডাকঘর: আরবপুর থানা: কোতয়ালী জেলা: যশোর মোবাইল: ০১৭৫০-১৩৭৭৬২	৮। মোঃ নাসীমুদ্দীন পিতা: মোঃ খোরশেদ আলম ফরম নং: ০৩৭ গ্রাম: শিকারপুর ডাকঘর: শিকারপুর থানা: কেশবপুর জেলা: যশোর মোবাইল: ০১৭৮৯-৭৩৬৪৫৬

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর

আন-নাহদাহ প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত

১. কুরআনের আলোকে শরয়ী রুকয়া

২. আয়াতুল আহকাম

৩. বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান

৪. ফাতাওয়া ও মাসায়েল দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন:

Email: mailmnajbd@gmail.com

https://www.facebook.com/nahdah.bd

মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

مركز النهضة الإسلامية جسر

Markajun Nahdah Al Islamia Jashore

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর

(একটি গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর।

ই-মেইল- mailmnajbd@gmail.com, মোবাইল- ০১৯১৭০৭২৯৩৫, ০১৮১২৫১৯৫৮৯

ইফতা বিভাগে ভর্তির জন্য

মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

-যাতায়াত-

যশোর মনিহার থেকে ঢাকা রোডস্থ মোল্লাপাড়া মোড়,
(কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংলগ্ন)।

মারকাযুন নাহদাহ এর সাথে সংযুক্ত থাকায় আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।